দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:17 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৪ শাবান ১৪৪৪ হিজরি ○ ১৭ মার্চ ২০২৩ ○ ২ চৈত্র ১৪২৯ ○ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাতে কংগ্রেস নেতা

ভোট থাকুক বা না থাকুক, প্রতাপপুর দরবার শরিফে প্রায়ই বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তেমনই আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন বহু বিশিষ্ট মানুষ ও গুণীজনরা। ফলে তাঁকে একবার কাছ থেকে দেখা, কথা বলা বা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনার একটা পরিসর এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকলেও আইমা সুপ্রিমোর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এসব ব্যাপারে।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

‘মানবিক হওয়ার নাটক করছেন’
মমতাকে তীব্র কটাক্ষ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে এবার তীব্র রাজনৈতিক কটাক্ষের মুখে পড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি চাকরি হারিয়েছেন বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া বেশ কয়েক হাজার প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন স্কুল শিক্ষক, তেমনই আছেন গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি এর কর্মীরাও। এবার তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একরকম নিয়োগ বাতিলের বিরোধিতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ‘‘যারা অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিন। তাদের জন্য আমার কোনও দয়া নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো যাতে বঞ্চনার শিকার না হয়। তাদের চাকরিটা আইন অনুযায়ী ফিরিয়ে দিন। আইন অনুযায়ী তারা ভুল করে থাকলে তাদের সুযোগ দেওয়া হোক। দরকার হলে তারা আবার পরীক্ষা দিক।’’

> ‘‘নিজের ভাইঝির চাকরি চলে যাওয়ায় মুষড়ে পড়েছেন মাননীয়া। এখন তাই উনি মানবিক হওয়ার নাটক করছেন। আইন অনুযায়ী বেআইনি চাকরি ফিরিয়ে দেবার কথা বলছেন। আইনের রক্ষক হয়ে নিজেই বেআইনি কথা বলছেন!’’
>
> —সৈয়দ রুহুল আমিন
> সাধারণ সম্পাদক, আইমা

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তাঁকে বিঁধতে ছাড়েনি বিরোধী দলগুলো। একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘‘আপনি জলপাইগুড়ির চাকরিহারা মৃতের পরিবারের কান্না দেখে শোকাহত হয়েছেন। আর বছরের পর বছর ধরে যাঁরা রাস্তায় বসে প্রাপ্য অধিকারের জন্য লড়ছেন, সেইসব পরিবারের মানুষগুলোর কথা একবারও ভাবলেন না? তাঁদের চোখের জলের কোনও মূল্য নেই?’’ জলপাইগুড়ির চাকরিহারা মৃতের প্রতি সমবেদনা জানিয়েও এই পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

এর পর দুয়ের পাতায়

আল্লাহর বিরুদ্ধে কদর্য মন্তব্য
বিজেপি বিধায়ককে কড়া জবাব ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৪ সালে ভোটে জিতে দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভাজনের রাজনীতি আরও জোরদার করেছে বিজেপি। দলের প্রধান দুই কাণ্ডারি নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের প্রশ্রয়েই আরও রমরমা বেড়েছে হিন্দুত্ববাদীদের, এমনই অভিযোগ দেশের বিরোধী দলগুলো-সহ বিশিষ্টজনদের। ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতি বিজেপির আগে কেউ করেনি বলেও তাঁদের অভিমত। এর পাশাপাশি আরএসএস যেভাবে প্রকাশ্যে হিন্দুরাষ্ট্রের জিগির তুলে সংবিধান অমান্য করছে তারও তীব্র নিন্দা জানান তাঁরা। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। এর পরেও দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে উঠে বিদ্বেষ-বিষ ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হিন্দুত্ববাদীরা। কারণ, এটাই তাদের রাজনীতির পন্থা। সম্প্রতি মাইকে আজান দেওয়াকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত কুরুচিকর মুসলিম বিরোধী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক কে এস এশয়ারাপ্পা। ইসলাম ধর্মের একমাত্র উপাসক আল্লাহকে ‘বধির’ বলে কদর্য মন্তব্য করলেন তিনি। লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া নিয়ে এর আগেও বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি থেকে বিভিন্ন সময় আপত্তি উঠেছে। এমনকী আজানের সময় হনুমান চল্লিশা পড়ার হুমকিও দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো। তবে স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে বিজেপি বিধায়কের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সব কিছুকে অতিক্রম করে গিয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী নেতারা। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন বলেছেন, ‘‘কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের অ্যাজেন্ডাই হচ্ছে মুসলিমদের বিরোধিতা করে এদেশ থেকে তাদের উচ্ছেদ করা। তাছাড়া বিজেপির জন্মই হয়েছিল মুসলিম বিরোধিতার জায়গা থেকে। ফলে বিজেপি, আরএসএস বা অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে এর বেশি আর কী আশা করা যায়!’’ তবে বিজেপির এই রাজনীতি বেশিদিন টিকবে না বলেও দাবি করেছেন আইমা সুপ্রিমো। চাঁচাছোলা ভাষায় তাঁর হুঁশিয়ারি, একনায়ক হিটলারের পতন হয়েছিল অত্যন্ত খারাপভাবে। ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বা নবি সা.-এর বিরুদ্ধে নোংরা মন্তব্য করা হিন্দুত্ববাদীরাও খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। এদিকে আল্লাহকে নিয়ে কে এস এশয়ারাপ্পার করা কুরুচিকর মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের আবহেই এবার মুখ খুললেন ইত্তেহাদ-ই-মিল্লাতের জাতীয় সভাপতি মওলানা তৌকির রাজা। হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিকে নস্যাৎ করে তিনি বললেন, ক্ষুদ্রমুসলিমদের বিরোধিতা করে যারা হিন্দুদের সুরক্ষিত রাখার কথা বলছে, তারা আসলে দুই ধর্মের মানুষেরই বিরুদ্ধে কাজ করছে। তারা আসলে ভারতের বিরোধী।

এর পর দুয়ের পাতায়

২০২৪-এ আপকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভাবছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির পক্ষে ভয়ের কারণ হতে পারে আম আদমি পার্টি। আম আদমি পার্টিকে এবারের লোকসভায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভাবছেন মোদী-শাহরা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে আপকে নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে বিজেপি।

আম আদমি পার্টি ২০২৪-এর আগে শক্তিশালী হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে ময়দানে নেমেছে। আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে একমাত্রই আপই একাধিক রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। দিল্লির পাশাপাশি তারা শাসক পাঞ্জাবে। আবার উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তারা ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করছে। আপের বিস্তারে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি সাময়িকভাবে সুবিধা পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তা বুমেরাং হতে পারে বিজেপির কাছে, এমনটাই ধারণা মোদী-শাহদের। আপের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিজেপিতে ভয়ের জন্ম দিয়েছে। বিজেপি মনে করছে, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বাস্তবিক অর্থেই চ্যালেঞ্জার হয়ে উঠতে পারে আপ।

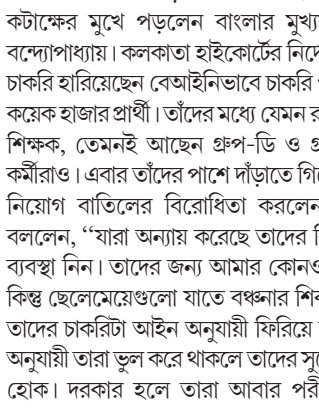

২০২৪-এর লোকসভার জাতীয় রাজনীতিতে উত্থান ঘটতে পারে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। তাই তাদের নিয়ে সতর্ক থাকার কথা আলোচনা হয়েছে বিজেপির অন্দরে। আম আদমি পার্টি ঐতিহ্যশালী দলগুলির জন্য খতরনাক হতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ইঙ্গিত করেছে কংগ্রেসের দিকে। বিজেপি মনে করছে, ভবিষ্যতে আম আদমি পার্টিই তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে। কংগ্রেসকে সরিয়ে প্রধান বিরোধী হয়ে উঠতে পারে তারা। তেমন আভাস মিলেছে বেশ কিছু রাজ্যে। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের রাজপাট গিয়েছে আপের হাতে। আবার গুজরাতে কংগ্রেসকে লড়াই থেকে ছিটকে দেওয়ার পিছনে আম আদমি পার্টির ভূমিকা অগ্রাহ্য করা যাবে না।

আবার রাজস্থানেও পা দিয়েছে আম আদমি পার্টি। এ বছরের শেষেই ভোট রাজস্থান বিধানসভায়। এবারের ভোটকে ত্রিমুখী লড়াইয়ে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর কেজিরওয়ালের পার্টি। ফলে এবার রাজস্থানেও আপকে মোকাবিলা করতে হবে কংগ্রেসকে। বিজেপিকেও মোকাবিলা করতে হবে। তবে কংগ্রেসের থেকে আপকে মোকাবিলা করা বিজেপির পক্ষে সহজ অনেক। বিজেপি ২০১৯-এ পর্যাপ্ত প্রাধান্য রেখে জিতেছিল। এমনকী আপের শাসনাধীন দিল্লিতেও লোকসভা ভোটে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল বিজেপি। কিন্তু আপ এবার লোকসভা ভোটকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তার কারণ দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাবে তারা এখন পয়লা নম্বর শক্তি। এছাড়া উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের একাংশ, রাজস্থান, গুজরাতেও তাদের ইউনিট শক্তিশালী হচ্ছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

প্রতিবাদ। *দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রাস্তায় নামল ‘ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অফ ইন্ডিয়া’। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার।*

এক ঝলকে

সোনার পাহাড়! পৃথিবীর এক বিস্ময়

‘দ্য লস্ট ডাচম্যানের গোল্ড মাইন’ সুপারস্টেশন পাহাড়ের চারপাশে কেন্দ্রীভূত বলে মনে করা হয়। কিংবদন্তি অনুসারে, জ্যাকব ওয়াল্টজ নামে একজন জার্মান অভিবাসী সুপারস্টেশন জঙ্গলে একটি বড় সোনার খনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং ১৮৯১ সালে ফিনিক্সে মারা যাওয়ার আগে জুলিয়া থমাস নামে একজন বোর্ডিং-হাউস মালিককে এই অবস্থানটি প্রকাশ করেছিলেন, যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁকে দেখাশোনা করেছিলেন। কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে এই পর্বতমালায় নরক বা নরকে যাওয়ার গুহা অবস্থিত।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ যোগী-রাজ্যে

যোগী রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হল! উন্নয়নে নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করায় শাস্তি পেত হল এক সাংবাদিককে। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মন্ত্রীকে হেনস্থা এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। যদিও পরে ওই সাংবাদিককে ছেড়ে দেয় পুলিশ। সন্তোষ রানা নামে ওই সাংবাদিক একটি ইউটিউব চ্যানেল চালান। গত ১১ মার্চ রানা সংবাদ সংগ্রহের জন্য উত্তরপ্রদেশের বুধনগর খান্ডওয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক গুলাব দেবী।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে গ্রহাণু

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে একটি বিরাটাকার গ্রহাণু। সেই গ্রহাণু আঘাত করতে পারে পৃথিবীকে। ফলে ফের একবার ভয়ানক ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হতে পারে পৃথিবী। সেই গ্রহাণুর হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তাই এখন থেকেই ট্র্যাকিং শুরু করে দিল নাসা। নাসার ট্র্যাকিংয়ে ধরা পড়েছে ওই গ্রহাণু, যার নাম দেওয়া হয়েছে ২০২৩ ডিডব্লু। নাসা এই ২০২৩ ডিডব্লু গ্রহাণুটিকে ট্র্যাক করে হিসেব কষে দেখেছে তা পৃথিবী অভিমুখে ধেয়ে আসছে। তা পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে ২০৪৬ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

দেশে একজন শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী দরকার

মোদীকে খোঁচা কেজরিওয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের একজন শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী দরকার বলে সওয়াল করলেন আম আদমি পার্টি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে প্রধানমন্ত্রী জেলে পাঠানোর পর আমার ঠিক এইরকম উপলব্ধি হয়েছিল। যেদিন প্রধানমন্ত্রী দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন আমি অনুভব করেছিলাম যে, শিক্ষার গুরুত্ব বোঝার জন্য দেশে একজন শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী থাকা দরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এভাবেই ঘুরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেন।

আবগারি নীতি বাতিলের মামলায় আম আদমি পার্টির নেতা দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করে ইডি। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই সেই গ্রেফতারি হয় বলে তাঁর অভিযোগ। এই বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়েই তিনি বলেন, দেশের একজন ‘শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী’ প্রয়োজন। বুধবার মধ্যপ্রদেশে একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেন। এই মধ্যপ্রদেশে বছরের শেষে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। কেজরিওয়াল এখানে সওয়াল করেন তাঁর দল এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। এদিন মধ্যপ্রদেশের প্রচারসভায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি বলেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশের জনগণ কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়কেই যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে। তারা যথাক্রমে ৪৫ এবং ৩০ বছর ধরে রাজ্য শাসন করেছে। এবার আপকে একটি সুযোগ দিন।’’ কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লি ও পাঞ্জাবের মতো আমরা এ রাজ্যের জনগণকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করব। মহামারী চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা প্রমাণ দেয় প্রধানমন্ত্রী কম শিক্ষিত হলে এমনটাই হয়। তাঁকে যে যা পরামর্শ দিয়েছে, করোনাভাইরাসকে তাড়াতে সেটাই নিয়ে নেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যের পরামর্শ শুনে মানুষকে তা পালন করতে বাধ্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু করোনভাইরাস কি পালিয়েছে? তাই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এদিন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সিসোদিয়া ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের গ্রেফতারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর আরও সমালোচনা দরকার।

কেজরিওয়াল বলেন, যে দু’জন জাতীয় রাজধানীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে বদলে দিয়েছেন তাঁদেরকেই গ্রেফতার করে সঠিক কাজ করেননি প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির দর্শন হল আপনি যদি বিরোধী দলে থাকেন, তাহলে আপনার দুর্নীতি করার কথা নয়। তবে আপনি যদি বিজেপিতে যোগদান করেন তবে দুর্নীতি ন্যায্য হবে।’’

নিজেকে বিদ্রোহী ঘোষণা বিধায়কের
পঞ্চায়েত ভোটের আগে ‘গৃহযুদ্ধ’ তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেকদিন ধরেই তৃণমূলে বেসুরো বাজছেন উত্তর দিনাজপুরের সংখ্যালঘু বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। তিনি দলে ‘গৃহযুদ্ধে’র অভিযোগ এনে ইস্তফার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। দলের জেলা সভপতিকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিতেও তাঁর গলা কাঁপেনি। তিনি এবার নিজেকে বিদ্রোহী বিধায়ক ঘোষণা করলেন।

ছ-মাস আগে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন দলের বিরুদ্ধে। তারপর আশায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বিহিত নিশ্চয় করবেন। তিনি সেই সুবিচারের আশায় ছিলেন। কিন্তু দল কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার নিজের নামের আগে বিদ্রোহী তকমা সেঁটে দিলেন নিজেই। তিনি বলেন, দল ছাড়ছি না। তৃণমূলের বিধায়কই থাকছি। তবে এখন থেকে আমি তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উত্তর দিনাজপুর তৃণমূলে ক্রমশই ফাটল চওড়া হচ্ছে শাসক দল তৃণমূলে। জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল ও বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীর কোন্দল নিয়ে এখন জোর চর্চা জেলার রাজনীতিতে। রাজ্য রাজনীতিও উত্তাল জেলা তৃণমূলের এই ফাটল নিয়ে। আবার কি না এক সংখ্যালঘু বিধায়কই বেসুরো হয়েছেন। ফলে কপালে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে তৃণমূলের। এর আগে তিনি দলে ‘গৃহযুদ্ধে’র অভিযোগ এনেছিলেন। তারপর দল ছাড়ার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দলের একাংশ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি নেত্রী একবার বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিতে তৈরি।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। দুর্নীতির খাঁড়ায় শাসক দলের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, ইডি-সিবিআই খাঁড়া তো আছেই, তার উপর দলীয় বিধায়ক বেসুরো ছিলেন, তা থেকে এখন বিদ্রোহী হয়েছেন। ফলে তৃণমূলের চাপ বাড়ছে উত্তর দিনাজপুরে। পঞ্চায়েতে এবার সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি ভালো ফল করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে তৃণমূল। কিন্তু দলের বিদ্রোহ এতটাই তীব্র হয়েছে জেলায় যে, তৃণমূলের গৃহযুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা এবার অঙ্ক কষতে শুরু করেছেন। অধুনা তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী এর আগে ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছিলেন। আবদুল করিম চৌধুরী বলেছিলেন, একজন ‘সন্ত্রাসবাদী’কে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ইসলামপুরে অশান্তি ছড়াচ্ছে। এরাই ভোটের সময় লুঠ করেছে। ছাপ্পা দিয়েছে। আমি ওসব পছন্দ করি না। তাঁর এই মন্তব্যে অস্বস্তি পড়ে তৃণমূল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বার্তা দিলেও দল কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আবদুল করিম চৌধুরী আরও বলেন, অভিষেককে আগেই বলেছিলেন, ব্লক সভাপতি হিসেবে জাকির হোসেনকে দায়িত্ব দেবেন না। কিন্তু তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

বরফে আটকে গাড়ি
লজেন্সেই বাঁচল ৭ দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: একেই বলে রাখে হরি মারে কে! স্নোব্যাঙ্কে আটকে গিয়েছিল গাড়ি। চারিদিকে শুধু বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি থেকে নেমে যে চলে যাবেন, তাও অসম্ভব। এমন অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহ গাড়ির মধ্যে ক্রস্যান্ট, কান্ডি ও বিস্কুট খেয়ে কাটালেন ৮১ বছরের এক ব্যক্তি। পরে হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। মার্কিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ৮১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম জেরি জুরেট। জুরেট ছিলেন আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার একজন প্রাক্তন কর্মী।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য এলাকা বিগ পাইন থেকে গাড়ি করে নেভাদার গার্ডনারভিলে তাঁর পারিবারিক বাড়িতে আসছিলেন তিনি। বিগ পাইন থেকে নেভেদা ছিল মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম তার প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে বিগ পাইন থেকে জুরেট যখন রওনা দেন, তখন আবহাওয়া ভালই ছিল। কিন্তু বের হওয়ার মাত্র ৩০ মিনিটের মাথায় আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন হয়।

এর পর দুয়ের পাতায়

পাকিস্তানে রাস্তায় ভিক্ষে করছে মানুষ

বিশেষ প্রতিনিধি: লন্ডন

পাকিস্তানের এই চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার দিনেও সে দেশের কিছু সেনা অফিসার এবং প্রাক্তন সেনা কর্তারা গলফ খেলে বেড়াচ্ছেন। দেশের মানুষের দুর্দশা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। দেশ কাঙাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পাক সেনার কোটি কোটি টাকা চুরি করা অফিসাররা নিজেদের রাজকীয় জীবনযাপন করে চলেছেন। এক ব্রিটিশ পাকিস্তানি ব্যারিস্টার উমর খালিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের দুর্দশার কথা লিখতে গিয়ে একটি গলফ কোর্সের ছবি শেয়ার করেছেন।

সেখানে দেখা যাচ্ছে বিশাল এলাকাজুড়ে সবুজ বিস্তীর্ণ গলফ কোর্সের ধারে বসে মুখে সিগারেট দিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত সেনাবাহিনীর

রাজকীয় জীবন কাটাচ্ছেন সেনা অফিসাররা !

অফিসাররা। হুইস্কি, রাম, বিয়ার, স্কচ উড়ছে দেদার। সেই ব্যারিস্টার লিখেছেন যে দেশের এমন অবস্থায় সেনাবাহিনী মানুষের কথা না ভেবে নিজেদের সম্রাট মনে করে সেই পাকিস্তানের হয়তো এটাই ভবিতব্য। মানুষ রুটি খেতে পারছে না। রোজগার নেই। সরকার অসহায়। মহিলারা রাস্তায় ভিক্ষে করছে। অথচ সেনা কর্তারা চোখ বন্ধ করে সব সহ্য করছেন। পাকিস্তানি হিসেবে নিজের লজ্জা লুকিয়ে রাখতে পারেননি ওই ব্যারিস্টার। ভারতে অনেক দুর্নীতি হলেও মন্দার দিনে দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং সেনাবাহিনী এমন আচরণ করত না মনে করিয়ে দিয়েছেন ব্যারিস্টার খালিদ।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে শেষ এক মাসে। এরকম অবস্থা যে হতে চলেছে তার আভাস অবশ্য আগে থেকেই ছিল। খাবার নেই, বিদ্যুৎ নেই, জ্বালানি নেই, এমনকি সেনাবাহিনীর খাবার পর্যন্ত কমে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাই মুশকিল। পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যে কয়টি দাতা সংস্থা এগিয়ে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), বিশ্বব্যাংক এবং সৌদি আরব।

বায়ু দূষণ চরমে, এক সপ্তাহে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ

বিশেষ প্রতিনিধি: ব্যাংকক বায়ু দূষণ চরমে উঠেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গত এক সপ্তাহে বায়ুদূষণের জেরে অসুস্থ হয়ে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। ঘটনাটি অবশ্য ভারতের নয়, প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। সেই শহরে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের বাস। সেই শহর গত কয়েকদিন ধরে যানবাহন, কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ফসল পোড়ানোর ধোঁয়ার অপ্রীতিকর হলুদ-ধূসর মিশ্রণে আবৃত রয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি বছরের গোড়া থেকে এখনও পর্যন্ত ব্যাংককের কমপক্ষে ১৩ লক্ষ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই নানা ধরনের অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে গত এক সপ্তাহে ২ লক্ষ মানুষের অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যা অত্যন্ত গুরুতর বলে দাবি চিকিৎসকেরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ঘর থেকে না বেরোনোর আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এন-৯৫ মাস্ক পরে ঘরের বাইরে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর আগে জানুয়ারির শেষের দিকে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে দেশের দূষণ চরমে উঠেছিল। সেই সময় স্থানীয় প্রশাসন লোকেদের বাড়ি থেকে না বেরিয়ে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার আহ্বান জানিয়েছিল। এবারও পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্যাংককের গভর্নর চ্যাডচার্ট সিট্টিপুন্টের মুখপাত্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, সপ্তাহের শুরু থেকেই বায়ুর গুণমান খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাংককের ৫০টি জেলায় পিএম ২.৫ কণার মাত্রা ছিল স্বাভাবিক মাত্রার থেকে বিপজ্জনকভাবে বেশি। ফলে বাতাসে এই অতিসূক্ষ্ম দূষণ-কণিকার মাত্রা বাড়তে থাকলে শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে তা রক্তে প্রবেশ করে। সেখান থেকে শুরু হয় অসুস্থতা।

বৃহস্পতিবারও বিশেষ উন্নতি হয়নি সেই পরিস্থিতির। দূষণের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম কণিকা, যার ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটার বা তারও কম, তাকে বলা হয় পিএম২.৫ কণা। ২.৫ মাইক্রোমিটার মানে মানুষের একটি চুলের ব্যাসের ৩০ ভাগ কম। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ ছিল উত্তরের শহর চিয়াং মাইতে। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলে কৃষকরা বছরের এই সময়ে ফসলের খড় পোড়ায়। ফলে দূষণের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। যার পরিণাম, দুপুরের দিকে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ব্যাংকক শহর আইকিউএয়ার পর্যবেক্ষণ সংস্থার দ্বারা বিশ্বের তৃতীয়-সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ইঁদুরও বহন করতে পারে কোভিড ভাইরাস, চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউ ইয়র্ক

দোকান ঘর হোক বা বাড়ি, ইঁদুরের উৎপাত সর্বত্র। কিন্তু জানেন কি ইঁদুরও বহন করতে পারে কোভিড ভাইরাস? সাম্প্রতিক গবেষণায় এমনই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। নিউ ইয়র্ক শহরের প্রায় ৮০ লক্ষ ইঁদুর রয়েছে এবং সেই সমস্ত ইঁদুর কোভিড ভাইরাস বহন করতে পারে এবং সংক্রমিত ইঁদুরের সংস্পর্শে এলে মানুষের মধ্যেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। গত ৯ মার্চ আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রো বায়োলজির ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল এনবায়ো-তে ইদুর এবং কোভিড সংক্রমণ নিয়ে একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, নিউ ইয়র্কের ইঁদুর আলফা, ডেল্টা এবং ওমিক্রম-সহ সার্স-কোভ-২-এর তিন ধরনের ভাইরাস বহন করতে সক্ষম। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৭৯টি ইঁদুরের মধ্যে ১৩ টি অর্থাৎ ১৬.৫ শতাংশ ইঁদুর সার্স-কোভ-২ ভাইরাসে সংক্রমিত।

এই গবেষণার মুখ্য প্রধান ড. হেনরি ওয়ান বলেন, ''আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান অনুসারে এটিই প্রথম কোনও গবেষণা যেখানে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান শহরাঞ্চলে বন্য ইঁদুরের মধ্যে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তবে এই সমস্ত ইন্দুর মানুষের সংস্পর্শে এলে কতটা বিপজ্জনক তা এখনও স্পষ্ট নয়।দ ড. ওয়ান আরও বলেন, তআমাদের গবেষণায় ইঁদুরের মধ্যে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সংক্রমণের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। তবে ভাইরাসটি ইঁদুর থেকে অন্য প্রাণী বা মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে কি না এবং এটি মানুষের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে আরও পর্যবেক্ষণ দরকার।''

তবে কোভিড সংক্রমিত ইঁদুর

মানুষের জন্য কতটা বিপজ্জনক তা স্পষ্ট না হলেও প্রাণীরাও যে মহামারীতে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তার প্রভাব মানুষের উপরেও পড়তে পারে তা আগের গবেষণাতেই স্পষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন ড. ওয়ান। তাই মানুষ এবং প্রাণী উভয়েরই স্বাস্থ্যরক্ষা করতে এ বিষয়ে গবেষণা আরও এগিয়ে নিয়ে চলা জরুরি বলেও জানিয়েছেন তিনি।

যদিও সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাণীদের থেকে কোভিড সংক্রমণ ছড়ানোর বিষয়টি খুবই বিরল।-র তরফে আরও জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ জনিত ভাইরাস সংক্রমণ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রাণীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও প্রমাণ মিলেনি। সংক্রমিত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর যে গবেষণা এসেছে এটা খুবই 'বিরল'। প্রসঙ্গত, এর আগে হংকং এবং বেলজিয়ামের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কোভিড সংক্রমনের পিছনে রয়েছে ইঁদুর। এছাড়া বিড়াল, কুকুর, জলহস্তি, হরিণের মতো অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও কোভিড-১৯ সংক্রমণের খবর মিলেছিল।

রমজানে মহিলাদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা আমিরশাহির

বিশেষ প্রতিনিধি: সামনেই রমজান মাস। আর তারপরই খুশির ইদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই পরব নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। রোজার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। রমজান নিয়ে সৌদি আরবের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাগরিকরা রোজার মাসে অফিসে ২ ঘণ্টা করে কম সময় অতিবাহিত করতে পারবেন। সে দেশের সংবিধান অনুযায়ী সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে প্রতি নাগরিকের কর্মস্থলে কাটানো সময়ের পরিমাণ আট ঘণ্টা। কিন্তু, রোজার মাসে মিলবে ছাড়। প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে কাজ করলেই মিলবে বেতন। এর বেশি করলে রমজান মাসের জন্য তা ওভারটাইম হিসেবে ধরা হবে। ফলে রোজা রাখার পরও অতিরিক্ত কাজ করলে ওভারটাইমে ২৫ শতাংশ বাড়তি বেতনও পাওয়া যাবে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া সপ্তাহের মোট ওয়ার্কিং আওয়ার্স ৫৬ ঘণ্টার বেশি হবে না।

পাশাপাশি ইফতারের জন্য সন্ধ্যার শিফটে রোজা রাখা মুসলিম কর্মীদের ছাড় দিতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সংস্থাগুলি। তবে রামজানের নিয়ম পালন নিয়ে কিছু কিছু কড়া নির্দেশিকাও জারি করেছে সংযুক্ত

আরব আমিরশাহি প্রশাসন। আগামী ২৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে রোজা। আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা রাখাকালীন সর্বসমক্ষে কোনও কিছু খাওয়া, পান করা কিংবা চিবনো যাবে না। এই কাজ বেআইনি হিসেবে ধরবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি প্রশাসন। তবে বন্ধ জায়গায় তা করা যাবে। দেশের একাধিক রেস্তরাঁ এ সময় অ-মুসলিমদের জন্য নানা খাবার পরিবেশন করে থাকে। এই পবিত্র রমজানের মাসে কোনও মুসলিম নাগরিক অযথা অশান্তি, হিংসা কিংবা জমসমক্ষে ঝামেলা-ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে পারবেন না। সহ নারিকের সঙ্গে শান্তভাবে এবং শালীনতা বজায় রেখে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। একে অপরের প্রতি সম্মান জানানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। জনসমক্ষে অশালীন জামাকাপড় পরা যাবে না। সম্ভ্রম এবং শালীনতা বজায় রেখে মুসলিম নাগরিকদের পোশাক পরতে হবে। কাঁধ-পেট এবং হাঁটু দেখা যায় এমন কোনও পোশাক পরা যাবে না রমজান মাসে। এই সময় প্রত্যেকেই কোরান শরিফ পাঠ করেন অথবা আজানে ব্যস্ত থাকেন। তাই অযথা লাউডস্পিকার বাজানো, জোরে গান বাজনা করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। গাড়িতে কিংবা বাড়িতে লাউডস্পিকার বাজানো যাবে না। শপিংমলেও বাজবে না মাইক।

কোনো সহ নাগরিক ইফতারে নিমন্ত্রণ জানালে তাঁকে ফেরানো যাবে না। বন্ধু, আত্মীয়দের বাড়িতে ইফতারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ তা অভদ্রতা হিসেবে গণ্য হবে। আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়া বেআইনি না হলেও তা খারাপ অভ্যাস হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর রমজানের সময় কোনও মুসলিমের থেকে খারাপ অভ্যাস আশা করা যায় না। এমনটাই উল্লেখ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি প্রশাসন।

পাহাড়ে আছে তাল-তাল 'সোনা', আছে 'নরকের গুহা'ও !

বিশেষ প্রতিনিধি: 'দ্য লস্ট ডাচম্যানের গোল্ড মাইন' সুপারস্টেশন পাহাড়ের চারপাশে কেন্দ্রীভূত বলে মনে করা হয়। কিংবদন্তি অনুসারে, জ্যাকব ওয়াল্টজ নামে একজন জার্মান অভিবাসী সুপারস্টেশন জঙ্গলে একটি বড় সোনার খনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং ১৮৯১ সালে ফিনিক্সে মারা যাওয়ার আগে জুলিয়া থমাস নামে একজন বোর্ডিং-হাউস মালিককে এই অবস্থানটি প্রকাশ করেছিলেন, যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁকে দেখাশোনা করেছিলেন। কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে এই পর্বতমালায় নরক বা নরকে যাওয়ার গুহা অবস্থিত। সেই গুহা থেকে প্রবাহিত বাতাস মহানগর এলাকায় তীব্র ধূলিঝড়ের কারণ হিসাবে পরিচিত। যাইহোক, অনেক লোক একটি সোনার খনি খুঁজে পাওয়াকে ভাগ্যের খেলা বলে মনে করেন এবং অবশেষে এটি খুঁজে পেতে সবকিছু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন। একবার কিছু স্প্যানিশ লোক খনি খুঁজতে আসে। এই কাজে স্থানীয় লোকেরা তাকে

পৃথিবীতে বিস্ময় সোনার খনি

তাঁর অনুসন্ধানে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে পর্বতটি ঈশ্বরের বাড়ি, এবং তাই পবিত্র ভূমিটি দখল করা যাবে না। স্প্যানিশরা অনড় ছিল এবং পাহাড়ে গিয়েছিল। তাঁদের সতর্ক করা হয়েছিল যে তাঁরা যদি তা করেন, তবে তাদের ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। গল্প অনুসারে, যখন তারা খনিটি অন্বেষণ করছিলেন, লোকেরা রহস্যজনকভাবে একে একে নিখোঁজ হতে শুরু করে। পরে তাঁদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদের লাশ বিকৃত ও বিকৃত করা হয়। বাকি স্প্যানিশরা ভয়ে পালিয়ে যায় এবং পাহাড়ের নাম দেয় 'সুপারস্টেশন' (কুসংস্কার পর্বত)। অ্যারিজোনায় মৃত্যুর পর মার্কিন সরকার এখানে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে।

বিবিধ

মানুষের পাশে থেকে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে: পুলক রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সোমবার খলিসানী এলাকায় তৃণমূলের যুব কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, নতমস্তকে মানুষের পাশে থেকে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কেউ যদি অসৎ কাজে যুক্ত থাকে, দল তার দায় নেবে না। এভাবেই কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তাদের সতর্ক করলেন মন্ত্রী পুলক রায়। উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় খলিসানী জাতীয় বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন এলাকায়। সভায় উপস্থিত থেকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে তিনি বলেন, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রে দুইটি পঞ্চায়েত আছে— খলিশানী ও রঘুদেবপুর। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই দুটি অঞ্চল দখলে রাখতে হলে মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের কথা তুলে ধরতে হবে। এদিনের সভায় বক্তারা বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর ছিল বেশ চড়ান। ইতিপূর্বে শাসকদলের এমন আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়নি। 'শুধু শূন্য, সিপিএমের কোনও অস্তিত্বই নেই' ইত্যাদি বলেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকতেন। তবে, ইতিমধ্যেই যে সমস্ত ছোটখাটো সমবায় নির্বাচন হয়েছে তার ফলাফলের পেছনে লাল ঝড়ের যে দাপট এখন দেখা গেয়িছে সেটা আর একবার প্রমাণ করে দিল সাগরদিঘি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়। এই সাগরদিঘি ভোটের ফলাফলের প্রভাব যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা। এদিনের সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন, আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, সাঁকরাইল কেন্দ্রের বিধায়িকা প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহিন উদ্দিন মিদ্যে প্রমুখ।

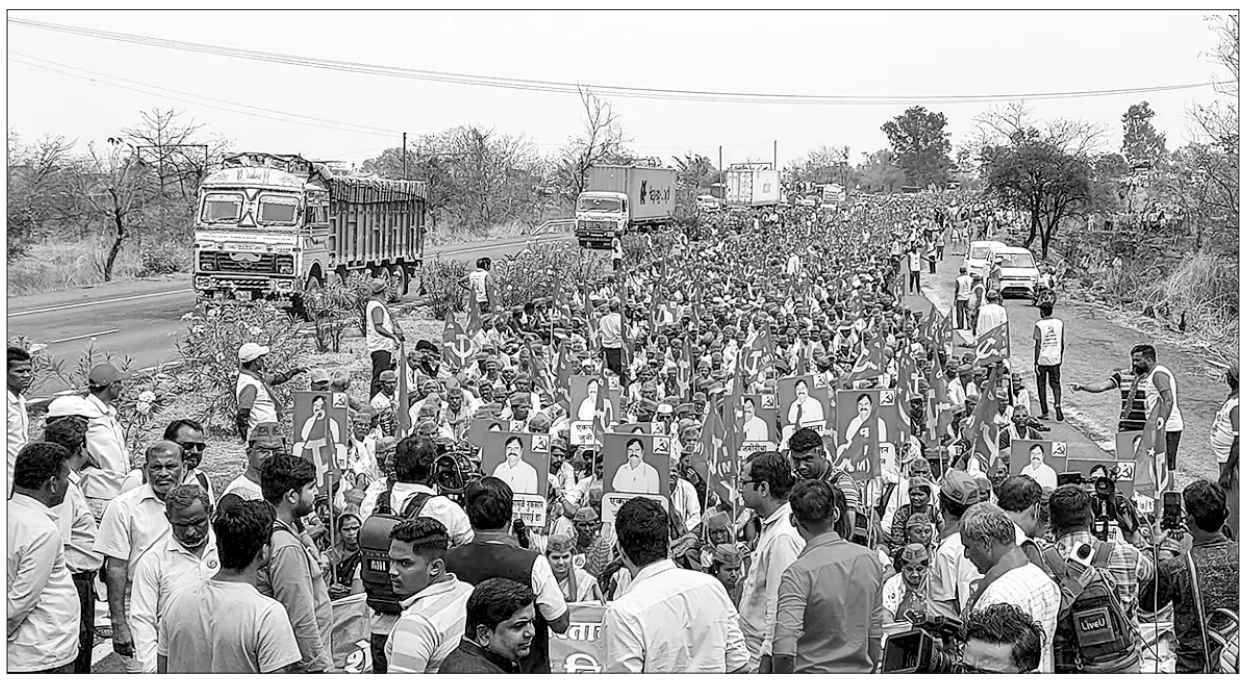

মহারাষ্ট্রের থানে জেলার শাহপুরের কৃষকরা নাসিক থেকে মুম্বই পর্যন্ত পদযাত্রায় শামিল।

রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে নতুন মারণ ভাইরাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনা তো ছিলই। এর মধ্যে দেশে একদিকে অ্যাডিনো-হানা। আর সঙ্গে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এইচ৩এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। হরিয়ানা ও কর্নাটকে এই ভাইরাসে কদিন আগেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এবার মৃত্যুর খবর এল মহারাষ্ট্র থেকে। মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নতুন এই মারণ ভাইরাস। করোনা তো ছিলই। এর মধ্যে দেশে একদিকে অ্যাডিনো-হানা। আর সঙ্গে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এইচ৩এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। হরিয়ানা ও কর্নাটকে এই ভাইরাসে কদিন আগেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। কর্নাটক থেকেই প্রথম মৃত্যুর খ বর পাওয়া যায়, দ্বিতীয় মৃত্যু হরিয়ানাতে। এবার মৃত্যুর খবর এল মহারাষ্ট্র থেকে। সেখানে বছর তেইশের এক মেডিক্যাল স্টুডেন্ট এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর। এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার পোস্টমর্টেম করে তাঁর রক্তে এইচ৩এন২ ভাইরাসের উপস্থিতির কথা জানা গিয়েছে। যদিও তিনি কোভিডেও আক্রন্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে, আশঙ্কা করা হচ্ছে, এইচ৩এন২-এর জেরেই মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। সেটা সত্য হলে, এই নিয়ে দেশে তিনজনের মৃত্যু এইচ৩এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে ফলে, দূরের আতঙ্ক আর নিছক আতঙ্ক হয়েই নেই, তা নিয়ে এখন সকলেই কথা বলছে। বলতে গেলে মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নতুন এই মারণ ইরাস। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এই ভাইরাসের দাপট বাড়ছে এ দেশে। কলকাতায় এইচ৩এন২ ভাইরাস মাথাচাড়া দিচ্ছে বলেও শোনা গিয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর জানাচ্ছে, দেশের কয়েকটি রাজ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের এইচ৩এন২ প্রজাতি ছড়িয়েছে। এইচ৩এন২ ভাইরাসের জেরে প্রায় ৯০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এইচ৩এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা 'হংকং ফ্লু' নামে পরিচিত। ভাইরাসটি ক্রমশ ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও চিকিৎকরা আতঙ্কিত হতে বারণ করেছেন। জ্বর বেশিদিন থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হচ্ছে।

নাটক করছেন

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই চাকরিহারাদের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। যা শুনে আইমার কর্ণধারের শ্লেষ মিশ্রিত মন্তব্য, ''নিজের ভাইঝির চাকরি চলে যাওয়ায় মুষড়ে পড়েছেন মাননীয়া। এখন তাই উনি মানবিক হওয়ার নাটক করছেন। আইন অনুযায়ী বেআইনি চাকরি ফিরিয়ে দেবার কথা বলছেন। আইনের রক্ষক হয়ে নিজেই বেআইনি কথা বলছেন!'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রুপ সি-এর বাতিল প্রার্থীদের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর এক ভাইঝিও আছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই আইমা সুপ্রিমো প্রশ্ন তোলেন, টাকা দিয়ে যারা চাকরি কিনেছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কোন মানবতার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি? তাহলে কি রাজ্যে ঘুষ খাওয়াকে বৈধ করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী?

এমনিতেই নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত রাজ্য সরকার। টাকা নিয়ে চাকরি দেবার অভিযোগে জেল খাটছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বহু রাঘব বোয়াল। প্রতিদিনই কেউ না কেউ গ্রেফতার হচ্ছেন দুর্নীতির অভিযোগে। এমনকী হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় নিয়ম করে চাকরি হারাচ্ছেন বেআইনি চাকরিপ্রার্থীরা। অন্যদিকে যোগ্য প্রার্থীরা লাগাতার আন্দোলন করে গেলেও তাঁদের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত নেই সরকারের। পাশাপাশি চাকরি হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন কেউ কেউ। আর এই আত্মহত্যার জন্য পরোক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করছেন আইমা প্রধান। তাঁর অভিযোগ, আগাপাশতলা দুর্নীতিতে জড়িত এই সরকার ভিক্ষা দিয়ে মানুষের অধিকারকে হরণ করতে চাইছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে এদের জবাব দেওয়ার জন্য তাই জনগণের কাছে আবেদনও জানান সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

বিজেপি বিধায়ককে কড়া জবাব ভাইজানের

প্রথম পাতার পর

যারা হিন্দুরাষ্ট্রের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা উচিত। কারণ হিন্দুরাষ্ট্রের পালটা যদি মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি ওঠে, তাহলে দেশভাগের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সেটা কখনই হতে দেওয়া যায় না।

মওলানা তৌকির রাজার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই। কিছুদিন আগে গরু পাচারের অভিযোগে হরিয়ানায় দুই মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছিলেন মওলানা তৌকির রাজা। সেই সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, লাঠি দিয়ে যদি দেশ চালানোর চেষ্টা করেন তাহলে মনে রাখা উচিত মুসলিমদের হাতেও লাঠি আছে। আর সেগুলো মোটেই দুর্বল নয়।

'গৃহযুদ্ধ' তৃণমূলে

প্রথম পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, আমি এমএলএ, আমার বিরুদ্ধেই দলের একটা গ্রুপকে দাঁড় করানো হচ্ছে। দিদি, আপনি যদি আমাকে একবার বলেন, আমি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু কেন আমরা বিরুদ্ধে দলেরই একটা গ্রুপ দাঁড়াবে। তার বিহিত চাই। এই বিদ্রোহ জারি থাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে তৃণমূল।

বরফে আটকে গাড়ি

প্রথম পাতার পর

শুরু হয় তুষার ঝড়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জুরেটদের গাড়ি সরু রাস্তায় একটি স্নোব্যাঙ্কে আটকে পড়ে। তুষারঝড় শেষ হলে পরবর্তী উপায় ঠিক করবেন বলে গাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জুরেট।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে খাবার হিসেবে ছিল ক্রস্যান্ট, কান্ডি ও বিস্কুট। এছাড়া স্নানের জন্য ছিল একটি তোয়ালে। কিন্তু গাড়িটি বরফে ঢেকে যাওয়ায়, সেখান থেকে বের হয়ে আসতে ব্যর্থ হন তিনি। একমাত্র সম্বল ছিল গাড়ির লাইট। কিন্তু ঘটনার তৃতীয় দিনের মাথায় গাড়ির ব্যাটারিও শেষ হয়ে যায়। ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় দিন গুনতে থাকেন ওই বৃদ্ধ। চতুর্থ দিনের মাথায় ইনয়ো কাউন্টি শেরিফের অফিসে ফোন করেন এক ব্যক্তি। স্নোব্যাঙ্কে একটি গাড়ি আটকে আছে বলে তিনি জানান।

২০২৪-এ আপকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভাবছে বিজেপি

প্রথম পাতার পর

বিজেপি জানে লোকসভা ভোটে আপ তাদের এবার বেশ কিছু রাজ্যে বেগ দেবে। এমনিতেই বহু ক্ষেত্রে বিজেপি জিতছে বিরোধীদের ভোট ভাগাভাগির সুযোগ কাজে লাগিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ভোটে হেরে সংখ্যগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও বিজেপি সরকার গঠন করছে 'ম্যানেজ' করে। কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মণিপুর, গোয়া, মেঘালয়-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠন করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও।

বিরোধী দলগুলি এক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে 'অপারেশন কমল'-এর অভিযোগ এনেছে। তারপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকেও ব্যবহার করে চলছে।

বিজেপির এই জোড়া ফলার বিরুদ্ধে বিরোধীরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু দলগত স্বার্থে তারা এখনও ঐক্য খুঁজে পায়নি। ফলে বিজেপির পোয়াবারো। তারপর আপকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি? কী এর কারণ? রাজনৈতিক মহলের একাংশ এ ব্যাপারে উল্টো ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছে, কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করতেই বিজেপি আপকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। দেশে আপের উত্থান হয়েছে বা হচ্ছে। আবার তারা একটি জাতীয় দলে পরিণত হয়েছে। এটাও ঠিক।

আপের রাজনৈতিক বিরোধীরা তাদের দিল্লি-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল বলে বর্ণনা করলেও সম্প্রতি তারা জাতীয় পরিসরে বিস্তার লাভ করেছে। গত বছর পাঞ্জাবে আপের জয়, তারপরে গোয়া ও গুজরাতে নির্বাচনী সাফল্য আপকে শক্তিশালী জাতীয় শক্তিতে পরিণত করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আপের এই উত্থান বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকে ভাবাবেই। আপ যে নীরবে বাড়ছে, তা যে আগামী দিনে বিজেপি ও কংগ্রেসের কাছে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অবতীর্ণ হতে পারে, তা নিশ্চিত। তৃণমূল যা পারেনি আপ তা করে দেখিয়েছে, যতই তৃণমূল সংসদীয় ক্ষেত্রে দেশরে তিন নম্বর দল হোক।

ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাতে কংগ্রেস নেতা-সহ বিশিষ্টরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোট থাকুক বা না থাকুক, প্রতাপপুর দরবার শরিফে প্রায়ই বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তেমনই আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন বহু বিশিষ্ট মানুষ ও গুণীজনরা। ফলে তাঁকে একবার কাছ থেকে দেখা, কথা বলা বা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনার একটা পরিসর এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকলেও আইমা সুপ্রিমোর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এসব ব্যাপারে। ফলে তিনি সাদা মনে এবং হাসিমুখেই সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কথা শোনেন। প্রয়োজনে পরামর্শও দেন। সম্প্রতি ভাইজানের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জনাব আজহার মল্লিক, বিশিষ্ট লেখক ও তরুণ কবি এবং সমাজসেবী জনাব জারিয়াতুল হোসেন। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা যুব কমিটির সম্পাদক আজমাল আলম। ভাইজানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের একপ্রস্থ আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। যদিও কোন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি কেউই। তবে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, ফলে সেই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে বলেই জল্পনা ছড়িয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও কাঞ্চনপুর মাদ্রাসা মুস্তাফা মাদানিয়ায় বাৎসরিক ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত থেকে হালকায়ে জিকির করান আইমার সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাঞ্চনপুর মাদ্রাসা মুস্তাফা মাদানিয়া আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের মাদ্রাসা বলেই পরিচিত।

সর্বহারা পরিবারের পাশে বেলডাঙা আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার মানবতার অনন্য নজির স্থাপন করল মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট। সম্প্রতি ওই জেলার রেজিনগর থানার অন্তর্গত তেঘরী নাজিরপুর গ্রামের একটি পরিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র। এমনকী আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি গবাদি পশুও। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে অবলা প্রাণীকে। পুড়ে ছারখার হয়ে যায় সবকিছু। এই খবর কানে পৌঁছালে আর স্থির থাকতে পারেননি বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে তাঁরা এসে দাঁড়ান অসহায় ওই পরিবারটির পাশে। আর্থিক সহায়তা ছাড়াও বেশ কিছু বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় ওই পরিবারটির হাতে। এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা আইমার সম্পাদক হাজিকুল আলম, সভাপতি মোতাহার হোসেন বিশ্বাস, বেলডাঙা আইমার একনিষ্ঠ কর্মী আয়েচ নবি সেখ, শাকিল আহমেদ মোল্লা, বাবর আলি সেখ-সহ আরও আইমার একাধিক সদস্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট গঠিত হবার পর থেকেই সমাজসেবার ক্ষেত্রে একটার পর একটা নজির সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজের মধ্যে প্রতি মাসে অসহায় এতিম শিশুদের ভরপেট বিরিয়ানি খাওয়ানোর কথা ইতিমধ্যেই বেশ চাউর হয়ে গিয়েছে। এর বাইরে নিয়মিত দরিদ্র-অসহায়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে চলেছেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। তাঁরা জানান অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের দোয়া এবং সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি অনুসরণ করেই এই ইউনিট এগিয়ে চলেছে জনসেবার কাজে। আগামী দিনেও এইভাবেই কাজ করে যাবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ঝরে পড়ে তাঁদের গলায়।

সম্প্রতি পূর্ব দোবান্দী শ্রীকণ্ঠা গ্রামে জলসা করলেন যুব সমাজের আইকন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তারই এক বিশেষ মুহূর্ত।

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে আর্থিক সহায়তা রহমতনগর আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একবার উদারতার নিদর্শন তৈরি করল ওড়িশার রহমতনগর আইমা ইউনিট। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই ইউনিটটির কাজের খতিয়ান যদি দেখা যায়, তাহলে আর পাঁচটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে হেলায় দশ গোল দিয়ে দেবে। রহমতনগর আইমা ইউনিট আমাদের পড়শি রাজ্য ওড়িশার বেশ নামকরা ইউনিট। সংগঠনের এই ইউনিটের সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়। যে কোনও সময়, মানুষের যে কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে এই ইউনিটের সদস্যদের জুড়ি মেলা ভার।

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলী আল হোসাইনি সাহেবের দোয়া সবসময় তাঁদের সঙ্গে আছে। আর আছে আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বরাভয়। ফলে নিশ্চিন্তে, বুক চিতিয়ে যে কোনও বিপদ-আপদে ঝাঁপ দিতে পারেন তাঁরা। কর্তব্যে নিশ্চল থেকে দাঁড়াতে পারেন অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র মানুষের পাশে। ঠিক সেইভাবেই আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও মতাদর্শকে সামনে রেখে এবার ক্যানসার আক্রান্ত এক রোগীর পাশে দাঁড়ালেন রহমতনগর আইমা ইউনিটের সদস্যরা। ইউনিটের পক্ষ থেকে ওই রোগীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল আর্থিক সহায়তা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের রহমতনগর ইউনিটের সদস্যদের এই মানবিক উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি ওই রোগীর পরিবার। তাঁরা যেমন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ইউনিটের সদস্যদের, তেমনই ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকেও।

কর্মিসম্মেলন ও টোটো ইউনিয়ন গঠন জুনপুটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ মার্চ বুধবার কাঁথির জুনপুট আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি কর্মী সম্মেলন।পাশাপাশি এদিন কাঁথি টোটো ইউনিয়নও গঠন করা হল। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব সৌমিত্র জিতি, সেখ সাইফুদ্দিন, জেলা টোটো ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মুরসেদ আলি খান, সংগঠনের যুবনেতা সেখ রকি, জুনপুট আইমা ইউনিটের সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সভাপতি ওয়াজেদ সা, কোষাধ্যক্ষ সবুর হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাইক দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে পৌঁছলেন আইমার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য সাদ্দাম আলি খান এবং আইমার বেশ কয়েকজন কর্মী দ্বীনি মোজাহিদ মরহুম আহমাদুল্লাহ হুজুরের (দামাৎ হুজুর) মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিল শেষ করে ফিরছিলেন। রাত তখন ঠিক ১২টা বেজে ১৫ মিনিট। হঠাৎ একটি বিকট শধ শুনতে পান তাঁরা। তারপর কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। শধকে অনুসরণ করে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যান সাদ্দাম-সহ অন্যান্যরা। দেখেন দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে চালকরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছেন। আর কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। ঘটনাটি ঘটে মহিষাদল তেরোপেখ্যা রোডের ওপর। কাল বিলম্ব না করে সাদ্দাম এবং আইমার অন্যান্য কর্মীরা এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি। প্রাথমিক শুশ্রূষার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী নার্সিংহোমে। টোটো করে সাদ্দামরা নিজেরাই নার্সিংহোমে পৌঁছে দেন দুর্ঘটনায় আহতদের। সেখানে তাঁদের ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পর আবার একবার আইমার মানবিক মুখের চিত্রটি ফুটে উঠল।

হাওড়ার বেলডুবিতে আইমার জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি মিটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফল কেমন হবে তা নির্ভর করে প্রস্তুতি কেমন নেওয়া হচ্ছে তার উপর। ঠিক তেমনই কোনও সম্মেলন সফল হবে কিনা তা নির্ভর করে তার আগে হয়ে যাওয়া ঘরোয়া মিটিংয়ের ওপর। আগামী দিনে হাওড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের হাওড়া জেলা সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য এখন থেকেই কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছেন আইমার সদস্যরা। বিভিন্ন জায়গায় ছোট আকারে চলছে সম্মেলনের আগে প্রস্তুতি মিটিং। এবার তেমনই একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত বেলডুবি অঞ্চলে। এই প্রস্তুতি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা আইমার অবজার্ভার সেখ হবিউল রহমান ছাড়াও হাওড়া জেলায় আইমার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ববর্গ এবং সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান। সম্মেলনকে কীভাবে সফল করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপহার হলদিয়া পৌর ও যুব আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। এখন রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রায় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাই শুভেচ্ছা জানানো হল সকল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে।

উল্লেখ্য, এর আগে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ইউনিটগুলো সংবর্ধনা জানিয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দেওয়া শুভেচ্ছাপত্র পৌঁছে দিয়েছিল তাদের হাতে। এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে উপহার তুলে দিয়ে সেই ধারা বজায় রাখল ১৫ নম্বর ওয়ার্ড হলদিয়া পৌর ও যুব আইমা ইউনিট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সকল পরীক্ষার্থীর কাছে জীবনের দ্বিতীয় বড় ধাপ। এই ধাপ পেরিয়ে সকলে কলেজ জীবনে প্রবেশ করবে। তাদের পথ যাতে সুগম হয় সেই কামনা করেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ড হলদিয়া পৌর ও যুব আইমার সদস্যরা। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের পরামর্শে তাঁরা তাই এসে দাঁড়ালেন ওই অঞ্চলের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে। আইমার পক্ষ থেকে তুলে দিলেন ছোট্ট উপহার। সেইসঙ্গে জানালেন অজস্র শুভেচ্ছা এবং তাদের আগামী ভবিষ্যতের জন্য সাফল্য কামনা করলেন।

শিউরী আইমা ইউনিটের উদ্যোগে নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা ও বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সবসময় খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ওপর জোর দিয়ে আসছে। কেননা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যাঁরা সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেন তাঁদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকতে হয়। তাছাড়া নিরোগ শরীর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দান। শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে মনও ভালো থাকে না। ফলে যে কোনও কাজে উদ্যমহীন হয়ে পড়তে হয়। তাই শরীরচর্চা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আর এই শরীরচর্চার অন্যতম মাধ্যম হল খেলাধূলা। এই খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে যেমন শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, তেমনই চিত্ত বিনোদন হয় মানুষের। ফলে খেলাধূলাকে সবসময় উৎসাহ দিয়ে আসছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শিউরী আইমা ইউনিটের পরিচালনায় একটি একদিনের নৈশ মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিরও ব্যবস্থা করা হয় আইমার ওই ইউনিটের পক্ষ থেকে। একাধিক দল অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতায়। উৎসাহী দর্শকের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিও চলে সমান্তরালভাবে। এই কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি খেলাধূলার গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি শিউরী আইমা ইউনিটের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এমন বহুমুখী কর্মসূচির আয়োজন করার জন্য।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপহার প্রদান হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা অফিসের পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। হলদিয়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সকল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার সামগ্রী তুলে দেন হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা অফিসের সদস্যরা। পাশাপাশি আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের শুভেচ্ছাবার্তাও পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেন তাঁরা। আইমার দেওয়া উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি পরীক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে উপহার ও শুভেচ্ছাপত্র তুলে দেওয়া হয় আইমার বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে। তাতে সামিল হয়েছিল হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা অফিসও। সেই ধারা অব্যাহত রেখে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতেও উপহার সামগ্রী তুলে দিলেন আইমার এই ইউনিটের সদস্যরা।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৪ শাবান ১৪৪৪ হিজরি ◯ ১৭ মার্চ ২০২৩ ◯ ২ চৈত্র ১৪২৯ ◯ শুক্রবার

নব্য উদারবাদের জ্বালা

২০০৮ সালের কিছু সময় আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা শুরু হয়েছে। তার প্রকোপে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। সেই ধাক্কা এসে লেগেছে ভারতের অর্থনীতিতেও। বিশেষ করে একের পর এক কর্পোরেট ব্যাঙ্কগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা, মানে আমজনতা কেন চিন্তিত হব? সে চিন্তার ভার তো রাষ্ট্রনেতাদের, অর্থনীতিবিদদের। সে প্রসঙ্গে না হয় পরে আসা যাবে। তার আগে আমরা একটু দেখে নেব উদার অর্থনীতি বা নব্য উদারবাদের খারাপ দিকটা। গণতন্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী?

সম্প্রতি আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্কের ব্রিটেন শাখা এবং সিগনেচারের মতো ব্যাঙ্ক ঝাঁপ ফেলে দিয়ে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছে। মাত্র ৯৯ টাকায় মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্কটি কিনে নিল ব্রিটেনের এইচএসবিসি ব্যাঙ্ক। এ তো গেল সাদা চোখে একটা সাধারণ লেনদেনের হিসাব। কিন্তু এর ভেতরের গল্পটা আমরা কেউই ততটা তলিয়ে দেখি না। খুব যাঁদের ‘দায়’ পড়ে তাঁরাই হয়তো সেসব তথ্য তুলে ধরেন আমাদের সামনে।

বিশ্বজুড়ে উদার অর্থনীতির প্রচলন যত বেড়েছে ততই ধীরে ধীরে আর্থিক মন্দার দিকে ঝুঁকেছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। যার প্রভাব আমরা টের পাচ্ছি এই ২০২৩-এর সূচনালগ্নে। আর্থিক মন্দা শেষ করে দিচ্ছে গরিব দেশগুলোকে। আর এখন চোখ রাঙাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। তাছাড়া উন্নত দেশগুলোও এখন এই মন্দার খপ্পরে পড়েছে। যার অন্যতম নমুনা, সিলিকন ভ্যালি বা সিগনেচারের মতো ব্যাঙ্কের বন্ধ হয়ে যাওয়া।

বিশিষ্ট মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি বলেছিলেন, ‘‘নব্য উদারবাদের প্রকৃত অভিসন্ধিই গণতন্ত্রের বিনাশ।’’ অনেকদিন আগে বলে যাওয়া চমস্কির এই কথাটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। নব্য উদারবাদ যে আসলে গরিবদের শুষে ধনীদের আরও ধনী করে দেওয়া— এই সত্যিটা বুঝতে এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। আসলে নব্য উদারবাদ হল এক অদৃশ্য বস্তুর নাম। যাকে চোখে দেখা না গেলেও তার অস্পৃশ্য উপস্থিতি রয়েছে সর্বত্র। নব্য উদারবাদের মাঝে ডুবে আছে পুরো বিশ্ব। অথচ সাধারণ অর্থে তা টের পাওয়া দুরূহ।

একবিংশ শতকের শুরু থেকেই দ্রুত গতিতে বিলিয়নিয়ারের পরিমাণ বাড়তে থাকা, ২০০৭-০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা, দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে ব্যাপক পরিমাণ সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া (যার কিছুটা চিত্র দেখা গেছে পানামা গেট পেপার কেলেঙ্কারির ঘটনায়), জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানের ধীরে ধীরে অবনমন, বিশ্বজুড়ে দারিদ্র বৃদ্ধি, শরণার্থী সমস্যা, শান্তির সূচকের অবনমন, বিষণ্নতার মহামারী, পরিবেশ বিপর্যয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাইর বলসোনার, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুদের মতো উগ্রবাদীদের উত্থান, এই সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য হাতের অবদান রয়েছে। আর সে হাত হল নব্য উদারবাদ। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এই নব্য উদারবাদ বা উদার অর্থনীতির রমরমা যত বেড়েছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ততই ভেঙে পড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দারিদ্র।

নব্য উদারবাদ আসলে মুক্তবাজারের কথা বলে এমন এক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে জনসেবামূলক খাতগুলোকে বেসরকারিকরণ করা হয়, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমজীবীদের সংগঠনগুলোকে দেখা হয় ‘বাজার অর্থনীতির শত্রু’ হিসেবে, যেখানে ধনীর যাবতীয় সম্পদ এবং সুবিধাগুলো স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় আর গরিবের অবস্থার জন্য তার ভাগ্য, আর তার ‘অযোগ্যতা’কে দায়ী করা হয়।

ভারতে উদার অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দেশের অর্থমন্ত্রী থাকার সময় তিনিই এদেশে উদার অর্থনীতি বা নব্য উদারবাদের প্রচলনে জোর দিয়েছিলেন। যার কুপ্রভাব আজ ভারতবাসীর জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। তাহলে এখন করণীয় কী? উত্তর খুঁজতে হবে সরকারকেই। নব্য উদারবাদের বিরোধী এমন দেশহিতৈষী অর্থনীতিবিদদের দিয়ে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। দারিদ্র দূরীকরণে এখনই রাশ না টানলে আগামীতে ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আজকের সাড়ে এগারোশো টাকার গ্যাস তিনহাজার টাকা হয়ে গেলেও তাই অবাক হবার কিছু থাকবে না। সে দিনও খুব দূরে নেই।

• • • • • •

আসমানি কিতাবই পরস্পরের সত্যের প্রমাণ

মুফতি আতাউর রহমান

আল্লাহ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করতে যুগে যুগে একাধিক আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন। কোরান, ইনজিল, তাওরাত ও জাবুর প্রধান চার আসমানি গ্রন্থ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সব আসমানি গ্রন্থ সত্যের ধারক এবং তা পরস্পরকে সত্যায়ন করে। পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে, ‘‘আমি তোমার প্রতি সত্য-সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।’’ (সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮)

আল্লামা ইবনে জারির তাবারি রহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, ‘‘হে মহম্মদ, আমি আপনার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়নকারী, সাক্ষ্য দানকারী যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং তা সংরক্ষণকারী।’’ (তাফসিরে তাবারি— ৮/৪৮৬)।

শুধু কোরানই পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোকে সত্যায়ন করে না, বরং তাওরাত এবং ইনজিলও পরস্পরকে সত্যায়ন করে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘তাঁকে পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ও আল্লাহভীরুদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে ইনজিল তাদের পেছনে প্রেরণ করেছিলাম। তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।’’ (সূরা মায়িদা, আয়াত— ৪৬)।

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে আল্লামা হাফেজ হাকামি রহ. বলেন, ‘‘আসমানি কিতাবগুলোর ব্যাপারে এই বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক যে তা পরস্পরকে সত্যায়ন করে এবং একটি অপরটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না।’’ (মারিজুল কুবুল— ২/৬৭২)

আসমানি কিতাবগুলো একে অপরের বিরোধী নয়, পরস্পরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। কারণ হল আসমানি গ্রন্থগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ইরশাদ হয়েছে, ‘‘তবে কি তারা কোরান সম্পর্কে অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।’’ (সূরা নিসা, আয়াত— ৮২)

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোরানের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত তাওরাত ও ইনজিলের বক্তব্য মেলে না। এর কারণ কী? আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর উত্তরে লেখেন, ‘‘কোরানের একাধিক আয়াতে আল্লাহ এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে (কোরানের সঙ্গে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের) বিরোধপূর্ণ বক্তব্যগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। সব আসমানি গ্রন্থের বক্তব্য অভিন্ন।’’
(ফাতহুল বারি— ৫/১০৪)

পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে, ‘‘তোমরা কি এই আশা করো যে তারা তোমাদের কথায় ইমান আনবে,যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে অথচ তারা জানে।’’ (সূরা বাকারা, আয়াত— ৭৫) আল্লাহ সবাইকে সুপথ দান করুন। আমিন।

অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে চিনা ঋণের ফাঁদ ও বিআরআই প্রকল্পের থাবা

বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন যে ভাটা চলছে এবং কোভিড মহামারির কারণে চিনে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তাতে দেশটির অর্থনীতি রীতিমতো ধুঁকছে। বিআরআই প্রকল্পের মান নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি ইকুয়েডর থেকে গাম্বিয়া পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দেশে বিআরআই প্রকল্পের ত্রুটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ইকুয়েডরের ২.৭ বিলিয়ন ডলারের একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রধানতম। সেটিতে এত বেশি ত্রুটি পাওয়া গেছে যে পুরো প্রকল্পটি বাতিল করতে হতে পারে।

রায়হান আহমেদ

বিশ্বের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মানদণ্ডে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে এরই মধ্যে চিন স্থান করে নিয়েছে এবং আমেরিকাকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানটা দখলে নিতে চিনারা অব্যাহত চেষ্টা করে চলেছে। এ জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অর্থনীতির সব শাখায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। বিশ্বের বাজারগুলো চিনের উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে চিন অর্থনীতিতে আমেরিকাকে পেছনে ফেলে দেবে।

শুধু অর্থনীতিই নয়, ক্রমবর্ধমানভাবে সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, ন্যাভাল ফোর্সের জন্য উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন ইত্যাদি সংযোজন, নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে সমরাস্ত্রের আধুনিকায়ন, পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, বিপণন, নিজেদের ভূখণ্ডের বাইরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে চিনা কর্তৃপক্ষ।

চিনের মূল লক্ষ্য হল একুশ শতকের বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য দেশকে উপযোগী করে তোলা। অর্থাৎ একুশ শতকের ‘গেম অব গ্রেট পাওয়ারস’ প্রতিযোগিতার জন্য সক্ষমতা অর্জন করে আমেরিকাকে টপকে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের একদম শীর্ষ নেতৃত্বের স্থানটা অলংকৃত করাই হল চিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) নিয়ে ইতিহাস লেখা হলে কতটা ইতিবাচক হিসেবে লেখা যাবে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা থেকেই যায়। বেজিংয়ের সঙ্গে বিশ্ববাজারের বড় অংশটিকে যুক্ত করতে উদীয়মান দেশগুলোতে অবকাঠামো নেটওয়ার্ক তৈরির প্রকল্প বিআরআই। এ জন্য এখন পর্যন্ত এক হাজার বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে চিন। কিন্তু শুরুতেই এ উদ্যোগে নানা ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তহবিল খালি হওয়া, চলমান প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়া এবং গ্রহীতা দেশগুলো ঋণের ভারে ডুবতে বসায় এ ধরনের বিপত্তি ঘটছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু দেশ তাদের ঘাড়ের ওপর চিনের প্রভাব নিয়ে খোলাখুলি বিরোধিতা করছে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিআরআই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কঠিন প্রশ্ন করার সময় এসেছে। প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চিন তার পররাষ্ট্রনীতি কীভাবে সাজাচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন। এশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত উদীয়মান বাজারগুলোতে চিনের প্রভাব বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। ২০১০ নাগাদ বিআরআই যখন বাস্তব গতি পায়, এই সময় উদীয়মান বাজারগুলোর জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির বয়ান ছিল অযৌক্তিক এক আশা। বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম থেকে শুরু করে অর্থনীতির কাগজ সবখানেই উদীয়মান বাজারগুলোকে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিস্ময় বলে প্রচার করা হয়েছিল। স্মার্টফোন ও বিমান যোগাযোগের সহজলভ্যতার কারণে যে বৃহৎ কানেকটিভিটির সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে আশা করা হয়েছিল, কেনিয়া থেকে কাজাখস্তান— সবখানেই নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটতে চলেছে।

দ্রুত নগরায়ণ, এমনকী দ্রুত জন্মহারের কারণে এই মধ্যবিত্তরাই বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এসব জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে কাছের বিশ্বশক্তি হিসেবে চিন খুব দ্রুত এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ারের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। অবকাঠামো প্রকল্প, সস্তা ঋণ ও প্রযুক্তি বিনিয়োগ এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চিন নতুন অর্থনৈতিক মেরুকরণে যুক্ত হতে থাকে। তাদের তৈরি টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সারা বিশ্বে একটি ঝড় তুলেছে। চিনের সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টিকটক নিঃসন্দেহে বড় একটি অস্ত্র। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের ভাষায়, বিআরআই এই শতকের প্রকল্প, অর্থাৎ চিনকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্যবস্থার ক্রম বদলে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন যে ভাটা চলছে এবং কোভিড মহামারির কারণে চিনে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তাতে দেশটির অর্থনীতি রীতিমতো ধুঁকছে। বিআরআই প্রকল্পের মান নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি ইকুয়েডর থেকে গাম্বিয়া পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দেশে বিআরআই প্রকল্পের ত্রুটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ইকুয়েডরের ২.৭ বিলিয়ন ডলারের একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রধানতম। সেটিতে এত বেশি ত্রুটি পাওয়া গেছে যে পুরো প্রকল্পটি বাতিল করতে হতে পারে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইকুয়েডরের বিদ্যুতের অন্যতম বড় উৎস হওয়ায়, প্রকল্পটি বাতিল হলে দেশটি বড় ঋণের মধ্যে ডুবে যেতে পারে।

বিআরআই প্রকল্পের এই ত্রুটি চিন সম্পর্কে প্রচলিত ঋণের ফাঁদের ধারণার পক্ষে আরও জোরালো ভিত্তি তৈরি করে। এই ধারণার মূল বিষয় হল, চিন জবরদস্তিমূলক ঋণ চাপিয়ে দেয়, ফলে শ্রীলঙ্কার মতো সংকটের জন্ম হয়। অনেকে এও সমালোচনা করেন, চিন ঋণ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এতটাই আগ্রাসী যে কোনও দেশে তৈরি হওয়া অবকাঠামো কোনো কাজে লাগছে কি না কিংবা সেই প্রকল্প ব্যাপক পরিবেশ দূষিত করছে কি না, এই বিবেচনা একেবারেই করছে না। এই প্রেক্ষাপটে গত বছর চিন সরকার চুপিচুপি বিআরআই প্রকল্পের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। চিনের নীতিনির্ধারকেরা নতুন প্রকল্পগুলো পুনর্মূল্যায়ন এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দর-কষাকষি করতে সম্মত হয়েছেন।

বিশ্ব অর্থনীতি যদি একটি দীর্ঘস্থায়ী মন্দার মধ্যে প্রবেশ করে এবং চিনের প্রকল্পগুলো যদি ব্যর্থ হতেই থাকে, তাহলে বেজিংয়ের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখতে বাধ্য। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ অর্থনীতিবিদ সেবাস্তিয়ান হর্ন ও কারমেন রেইনহার্ট বলেছেন, যেসব দেশ অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়েছে, তারা যে বিদেশি ঋণ নিয়েছে, তার ৬০ শতাংশই চিনের কাছ থেকে নেওয়া। ২০১০ সালের সেটি ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। তাই বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ও উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প হিসেবে চিনের এই বিআরআই প্রজেক্টকে অভিহিত করা হয়। এদিকে তাইওয়ান ইস্যুকে কেন্দ্র করে চিনের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করা যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থনপুষ্ট পূর্ব এশিয়ার মিত্রদের বিরুদ্ধেও বিআরআইকে ব্যবহার করছে চিন। আবার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা তিনটি বিষয় মাথায় রেখেছে। চিন থেকে শুরু হয়ে মধ্য এশিয়া হয়ে রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্য দিয়ে যাওয়া সড়ক ও রেলরুটকে উত্তর রুট হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। মধ্য এশিয়ার ভেতর দিয়ে পশ্চিম এশিয়া, পারস্য উপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের রুটকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় রুট। এছাড়া সমুদ্রপথে চিন থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া হয়ে ভারত মহাসাগরের পথ ধরে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা রুটকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ রুট। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চিনের বিআরআই প্রকল্প ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৮ সালে চিনের রাজধানী বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া রোড অ্যান্ড বেল্ট ইনিসিয়েটিভ ফোরামের দুইদিন ব্যাপী সম্মেলনে। এই সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ-সহ বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা যোগ দিয়েছিলেন। চায়না পাওয়ারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের তথ্য অনুযায়ী, চিনের বিআরআই প্রকল্পে বিশ্বের ১৪৮টি দেশ যুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই দেশগুলোর জিডিপি ২৯ লক্ষ কোটি ডলার। এই দেশ গুলোতে বাস করেন ৪৬০ কোটি মানুষ। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ। পাশাপাশি বিআরআইভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চিনের ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৬ ট্রিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। প্রকল্পটি চিনের জন্য উল্লেখ যোগ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা বয়ে এনেছে। চিনের ক্রমবর্ধমান রফতানির বাজার এই উদ্যোগের পথ ধরে আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে চিনের মুদ্রা রেনমিনবির অবস্থান আরও জোরদার হয়েছে।

চিনা কর্তৃপক্ষ ২০৪৯ সালের মধ্যে দেশকে নেতৃস্থানীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করবে বলে উল্লেখ করছে। চিনারা শুধু বিশ্বশক্তি হতে চায় না, তারা বিশ্বাস করে যে তারা একক হওয়ার যোগ্য, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া তাদের ভাগ্য। চিনা নেতারা নিশ্চিত যে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকান অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে। যা শেষ পর্যন্ত চিনকে চালকের আসনে বসাবে। গত ৪০ বছরে চিন সত্যিই দর্শনীয় এবং সত্যিকার অর্থে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রশ্ন হল, চিন কি এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে?

(লেখক— বিশিষ্ট গবেষক ও কলামিস্ট)

জানা-অজানা

ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে রয়েছে বিচিত্র সব গ্রাম

গল্প-সংস্কৃতি-বৈচিত্র্যে একেবারে রোমাঞ্চে ভরা

ভদ্রপুর

‘স্ন্যাপডিল ডট কম’

শনি শিগনাপুর

ধনুস্কোডি

ভারতে এমন কিছু আকর্ষণীয় গ্রাম রয়েছে, যার বৈচিত্র্য আপনাকে বিস্মিত করবেই। গ্রাম বলতে যা বোঝায় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, হরিৎ ক্ষেত, শস্য-শ্যামলা, মেঠো রাস্তা, তা তো থাকবেই। কিন্তু এখানে ভারতের এমন কিছু গ্রামের কথা বলা হচ্ছে, যার গল্প, সংস্কৃতি, বৈচিত্র্য একেবারে স্বতন্ত্র। ভারতের রোমাঞ্চকর গ্রামের ইতিবৃত্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এক একটা গ্রাম একটা একটা ইতিহাস। প্রত্যেক জায়গারই রয়েছে নিজস্ব একটা গল্প। ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে বিচিত্র গ্রাম সম্পর্কে জানতে গেলে তা এক মহাভারত হয়ে যাবে। আসুন, সেই ‘মহাভারত’ থেকেই কিয়দংশের গল্প শুনি আমরা, জানি ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচিত্র পরম্পরাকে।

আজব নামের গ্রাম ভদ্রপুর

দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক রাজ্যের এই গ্রামে লোকেদের এমনই সব নাম, যা আপনাকে বিস্মিত করে তুলবে। কখনও শুনেছেন কি মানুষের নাম হয় সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, গুগল, ইত্যাদি। এমনই নানা নামের মানুষ রয়েছেন এই গ্রামে। শিশু জন্মের পর এমনই সব নামকরণ হয় এ গ্রামে।

৬০ কোটিপতির গ্রাম

মহারাষ্ট্রের হিওয়ার বাজার এমন একটা গ্রাম। যেখানে বাস করেন সব কোটিপতিরা। এই একটা গ্রামেই রয়েছে ৬০ জন কোটিপতির বাস। বর্তমানে এটি দারিদ্রমুক্ত গ্রাম। এবং বিরল গ্রাম। দেশের সবথেকে ধনী গ্রাম এটি। বর্তমানে এখানে জলের কোনো সমস্যা নেই। একটা সময় জলের সঙ্কটেই গ্রামটি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বর্ষার জল ধরে আর পশুপালনে জোর দিয়ে হিওয়ার বাজার বর্তমানে ৬০ কোটিপতির গ্রাম বলে পরিচিত হয়েছে।

গ্রামের নামটি ‘স্ন্যাপডিল ডট কম’

ভারতে মুজাফ্‌ফরনগরে এক গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল শিবনগর নামে। তা আবার পরিচিত হয়েছে ‘স্ন্যাপডিল ডট কম’ নামে। এই গ্রামে স্ন্যাপডিল ১৫টি হ্যান্ডপাম্প স্থাপন করার পর শিবনগরের নাম বদলে যায়। স্ন্যাপডিলের সৌজন্যে জলের জোগান পেতেই গ্রামের নামেও আজব পরিবর্তন ঘটে।

গোখরো এ গ্রামে খেলার সাথী

মহারাষ্ট্রের শেতফল গ্রাম সোলাপুর জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে সাপের বাস। মারাত্মক বিষধর কোবরাকে নিয়েই সহবাস করেন এ গ্রামের প্রতিটি পরিবার। গোখরো এখানে খেলার সাথী। শিশুরা দিনরাত গোখরোর সঙ্গেই খেলা করে। কোনো ক্ষতি করে না বিষধর সাপেরা। নিয়ম করে সাপের লালন-পালন এই গ্রামের রীতি।

বাড়ির ছাদে এরোপ্লেন, ট্রাক্টর, কামান

পাঞ্জাবের জলন্ধরের উপ্পালা গ্রাম। আর পাঁচটা গ্রামের থেকে আলাদা। প্রত্যেক বাড়িতে ছাদের মাথায় যে জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, তা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। ঢালাই করা চৌকো ট্যাঙ্কের বদলে এ গ্রামে বাড়ির ছাদে দেখা যায় এরোপ্লেন, ট্রাক্টর, কামান, গাড়ি। আসলে এগুলো সবই জলের ট্যাঙ্ক।

দুগ্ধজাত জিনিস বিক্রি নিষিদ্ধ

গুজরাতের কচ্ছ জেলার এই গ্রাম সাদা বিপ্লবের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রাম অন্য সকল গ্রামের থেকে ভিন্ন। এ গ্রামে কোনো দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয় না। যদি কোনও বাড়িতে গরু-মহিষ না থাকে, তাদের বসিন্দাদের বিনামূল্যে দুধ বা দুগ্ধজাত জিনিস দেওয়া হয়। ৫০০ বছর আগে পির সইদনা গ্রামে এসে থাকতে শুরু করেন। তিনি বলেন, গ্রামে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে দুগ্ধজাত জিনিস বিক্রি করা যাবে না। শেই রীতি আজ চলছে।

এ গ্রামে দু-জন মানুষকে একই দেখতে

কেরালার কোদিনাগি গ্রামে অন্তত দু-জন মানুষকে আপনি দেখতে পাবেন একইরকম দেখতে। এমনিতেই প্রচার আছে বিশ্বে নাকি একইরকম দখতে সাত জন মানুষ থাকেন। তার মধ্যে কমপক্ষে একই দেকতে দুজনকে আপনি পাবেন। এই গ্রামে ১০০০ জনের মধ্যে অন্তত ৪৫ জন মহিলা যমজ সন্তানের জন্ম দেন। এই পরিসংখ্যান বিশ্বের নিরিখে ৭০০ শতাংশ বেশি।

দরজাহীন গ্রাম

মহারাষ্ট্রে শনি শিগনাপুর গ্রাম। এ গ্রামে কোনও বাড়িতে দরজা নেই। কোন দরজা বা তালা-চাবি ছাড়াই বাস করেন এ গ্রামের মানুষজন। এ গ্রামের মানুষ একে অপরকে এতটাই বিশ্বাস করেন যে কখনই কোনো কিছু হারানোর ভয় নেই। কোনো ক্ষতির ভয়ও নেই। তাই নিঃসঙ্কোচে এ গ্রামের বাড়িতে দরজা রাখা হয় না।

একমাত্র সৌরশক্তিচালিত গ্রাম

বিহারের ধরণী গ্রামে প্রায় ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে সৌরশক্তি। এটি একটি সম্পূর্ণ সৌরশক্তিচালিত গ্রাম। ২৪ ঘণ্টাই এখানে বিদ্যুৎ থাকে। কখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় না এই গ্রামে। আর এই গ্রামটি ভারতের একমাত্র সৌরশক্তিচালিত গ্রাম।

ভারতের শেষ গ্রাম

গ্রামের প্রবেশদ্বারে লেখা- ‘ভারতের শেষ গ্রাম’। অবস্থান উত্তরাখণ্ডে। আর এই গ্রামের নামটি- মানা। উত্তরাখণ্ডের এই মানা গ্রাম থেকে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে রাস্তা চলে যাচ্ছে ‘স্বর্গ’-অভিমুখে। আসলে বদ্রীনাথ মন্দিরে যেতে গেলে এই গ্রাম পেরিয়েই যেতে হবে। এই গ্রাম পেরোলেই আপনি পাবেন পুণ্যের খোঁজ।

ভারতের সংস্কৃত গ্রাম

আধুনিক ভারতে এমন কিছু গ্রাম রয়েছে, যেখানে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন মানুষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এখানকার মানুষ কথা বলেন সংস্কৃতে। শুধু স্কুলে বা টোলে নয়, বাড়িতেও তাঁরা কথা বলেন সংস্কৃত ভাষায়। এই গ্রামের অতিথি বা পর্যটকদেরও তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে অনুরোধ করেন। কর্নাটকের মাত্তুর, হোসাহাল্লি; মধ্যপ্রদেশের ঝিরি, মোহাদ; ওড়িশার সাসানা; মধ্যপ্রদেশের বাঘুয়ার; রাজস্থানের গণোড়া।

সবথেকে ছোট গ্রাম

ভারতের সবথেকে ছোটো জায়গা বা ছোট গ্রাম হল ধনুস্কোডি। বিশ্বেরও সবথেকে ছোটো গ্রাম এটি। ভারত ও শ্রীলঙ্কার সীমানায় ওই অঞ্চল বালির টিলার উপর অবস্থান করছে। দৈর্ঘ্যে মাত্র ৫০ গজ প্রসারিত। এই কারণে এটিকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্থান বলে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের সবথেকে ছোটো জায়গা বলে যে সমস্ত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম।

৫ হাজার কোটিরও বেশি অর্থে মিসাইল কিনছে মোদী সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের সুরক্ষার স্বার্থে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করছে মোদী সরকার। সমুদ্রপথে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে দেশের নৌবাহিনীর জন্য ২০০-র বেশি মিসাইল কিনছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। জানা গিয়েছে, এই মিসাইল ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব খুব শীঘ্রই বিবেচনা করবে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ডিসিডিএ কমিটি। তারপর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিতে। এই ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহের জন্য খরচ পড়তে পারে ১৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা, তার গুণগত মান এবং কত বছরের মধ্যে সেগুলির হস্তান্তর হবে, তার ওপর। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ইতিমধ্যেই ভারতের ১০টি প্রথমসারির যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলি শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি গতিতে (২.৮ ম্যাক) লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। শুরুতে এটি ২৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারত। ক্রমে এই পাল্লা বেড়ে ৪৫০ কিলোমিটার হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রেরও পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। তবে, আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের আরও পরীক্ষা প্রয়োজন বলেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। বহু বছর ধরেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অপারমাণবিক প্রচলিত অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ জন্য ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশি অঙ্কের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী দিনে ভারতীয় নৌবাহিনীর সব রণতরীতেই ব্রহ্মসে র ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এখন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আদানি ইস্যুতে প্রতিবাদ। সংসদ ভবন থেকে ইডি-র দফতর পর্যন্ত বুকে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে মিছিল করে গেলেন কংগ্রেস সহ ১৬ বিরোধী দলের সাংসদরা।

ব্রিটিশ সংসদে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে সমর্থন সৌগত রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিটিশ সংসদে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য নিয়ে গত দু'দিন ধরে উত্তাল সংসদের দুই কক্ষ। বিজেপি ও কংগ্রেসের যুদ্ধং দেহি মনোভাবের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজকর্ম বার বার স্থগিত রাখতে হচ্ছে। আর তার মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে রাহুলের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ সংসদে ভুল কিছু বলেননি রাহুল। তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' রাহুলের মন্তব্য থেকে দল যেখানে দুরত্ব বজায় রাখছে সেখানে আচমকা সৌগত রায়ের মন্তব্য তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষে অস্বস্তিজনক বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

সম্প্রতি ব্রিটিশ সংসদে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেছিলেন, মোদী জমানায় দেশে গণতন্ত্রের উপরে পাশবিক আক্রমণ চলছে। সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। রাহুলের ওই মন্তব্যে দেশের অপমান হয়েছে বলে অভিযোগ করে আস্তিন গুটিয়ে আসরে নেমেছেন বিজেপি নেতারা। রাজীব-তনয়কে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তুলেছেন তাঁরা। যদিও রাহুল ক্ষমা চাইবেন না বলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খ াড়গে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন। রাহুলকে যেভাবে বেনজিরভাবে আক্রমণ করছে বিজেপি তার প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলিকে জোট বাঁধার অনুরোধ জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর সেই অনুরোধে একাধিক দল সাড়া দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস সামিল হয়নি। এমনকী আদানিকাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও অংশ নেয়নি তৃণমূলের সাংসদরা। কিন্তু আচমকাই রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন সৌগত রায়। তাঁর কথায়, গণতন্ত্র নিয়ে রাহুল গান্ধী ভুল কিছু বলেননি। রাহুলের মন্তব্যের দেশের অপমান হয়নি। তাই রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই।'

যোগী রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ

উন্নয়ন নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করায় গ্রেফতার সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: যোগী রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হল! উন্নয়নে নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করায় শাস্তি পেত হল এক সাংবাদিককে। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মন্ত্রীকে হেনস্থা এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। যদিও পরে ওই সাংবাদিককে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

সন্তোষ রানা নামে ওই সাংবাদিক একটি ইউটিউব চ্যানেল চালান। গত ১১ মার্চ রানা সংবাদ সংগ্রহের জন্য উত্তরপ্রদেশের বুধনগর খান্ডওয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখ ানে একটি বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক গুলাব দেবী। অনুষ্ঠান চলাকালীন ওই সাংবাদিক বিধানসভা নির্বাচনের সময় মন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এলাকায় একটি কমিউনিটি হল, পাবলিক টয়লেট এবং রাস্তা সংস্কার না হওয়া নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন।

পরে মন্ত্রী ও সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তর পর্ব সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। আর সেখানে দেখা যায় অনুন্নয়ন নিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের রানার পাশে দাঁড়াতে। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায়, ক্ষোভও প্রকাশ করতে দেখা যায় এক গ্রামবাসীকে। যদিও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে বলে সেই সময় ওই বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী। এই ঘটনা ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি বিজেপির জেলা সম্পাদক শুভম রাঘব। স্থানীয় চান্দৌসি থানায় সাংবাদিক সন্তোষ রানার বিরুদ্ধে সরকারি কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন। বারণ করা সত্ত্বেও, উলটে ওই সাংবাদিক বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদককে গালিগালাজ করেন বলে দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রানার বিরুদ্ধে মারধরের হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ করেন ওই বিজেপি নেতা।

জেলা সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগের ভিত্তিতে

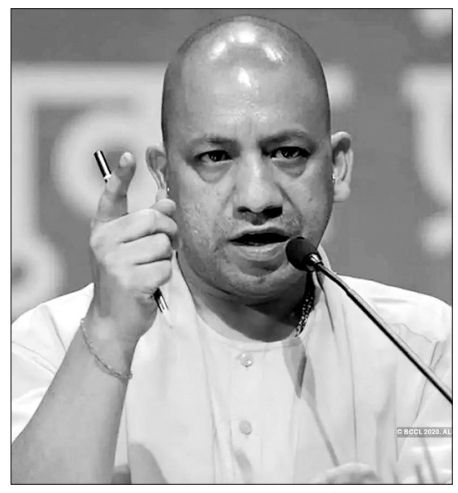

পুলিশ সন্তোষ রানাকে গ্রেফতার করে। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ (স্বেচ্ছায় আঘাত করা), ৫০৬ (অপরাধমূলক ভয় দেখানো) এবং ৫০৪ (শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান) ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে। গ্রেফতারের কিছুক্ষণের মধ্যে সন্তোষকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চন্দৌসি থানার কর্তা সত্যেন্দ্র পাওয়ার।

যদিও, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাংবাদিক সন্তোষ রানা। গ্রামবাসীদের সমস্যা কেবলমাত্র মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছিলেন বলে দাবি করেন। উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিক হেনস্থার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও সাংবাদিক খুন এবং নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যোগী রাজ্য। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং হেনস্থার ঘটনায় যোগী রাজ্য যে শীর্ষে, গত বছর সাংবাদিকদের একটি সংস্থার সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল।

'২০১৯ নির্বাচনে জিততেই পুলওয়ামার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই ঘটে পুলওয়ামার ঘটনা। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ওই হামলায় মারা যান ৪০ জন সেনা। তারপরেই হয় 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'। নরেন্দ্র মোদীর সরকার দাবি করে, পাকিস্তানে মাটিতে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে আসে ভারতীয় সেনা। এতদিন পর পুলওয়ামার ঘটনা কী কারণে হয়েছিল তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন রাজস্থান কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুখজিন্দর সিং রানধাওয়া। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সেই ঘটনার প্রায় ৪ বছর পরে পুলওয়ামা নিয়ে প্রশ্ন তুলল রাজস্থান কংগ্রেস। সুখজিন্দর সিং রানধাওয়া এই নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি তিনি নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। সুখ জিন্দর সিং রানধাওয়া বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বলতেন 'ঘরে ঢুকে জঙ্গিদের মেরে আসব। কী কারণে পুলওয়ামার ঘটনা ঘটেছিল? এই নিয়ে তদন্ত করা হোক। তিনি কী নির্বাচনে লড়াই করার জন্যই ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন?''

মোদীকে নিশানা কংগ্রেস নেতার

এই সঙ্গেই এই কংগ্রেস নেতার দাবি, তাদের চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক কেউ নেই। প্রধানমন্ত্রী 'দেশভক্তি'-র অর্থ জানেন বলেও দাবি করেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, ''স্বাধীনতার লড়াইয়ে কোন বিজেপি নেতা অংশ নিয়েছিলেন?''

চলতি বছরেই রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু সেখানে দ্বন্দ্ব চলছে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং দলের নেতা সচিন পাইলটের মধ্যে। তার আগে নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করার জন্য রানধাওয়া আবেদন করেন দলের নেতাদের কাছে। তিনি বলেন, 'নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করুন। কী করে মোদীকে শেষ করা যাবে সেটা ভাবুন।'' সোমবার, দলের সভায় তিনি বলেন, ''আমরা যদি মোদীকে শেষ করতে পারি তাহলে হিন্দুস্থান বাঁচবে। আর যদি এখানে মোদী থাকেন তাহলে দেশ শেষ হয়ে যাবে।'' একই সঙ্গে আদানি প্রসঙ্গ টেনে এনেও প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তিনি। কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে গৌতম আদানি জেলে থাকবেন বলেও দাবি করেন তিনি। এদিকে পুলওয়ামা নিয়ে এই প্রশ্ন তোলায় কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে বিজেপির তরফে। রাজস্থান বিজেপির সভাপতি সতীশ পুনিয়ার দাবি, ''এই কথা বলে রানধাওয়া শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করেননি, তিনি দেশকেও অসম্মানিত করেছেন।'' তবে, শুধুমাত্র কংগ্রেস নয়, পুলওয়ামা প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে নিশানা করেন আম আদমি দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। তিনি বলেন, ''এখানে এতদিন ক্ষমতায় থেকে তাঁরা রাজস্থানকে লুটেছে। যখনই আমাদের দেশের শহিদদের বিধবারা নিজেদের দাবি কথা তোলেন তখনই তাঁদেরকে অপমান করা হয়।

'মুখ্যমন্ত্রী সততার প্রতীক, দল দুর্নীতিগ্রস্ত নয়' উদয়নের মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলের কর্মীদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর। যার জেরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে। মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের নীচে সততার প্রতীক লেখা যাচ্ছে না। যার জন্য দায়ী দলেরই কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মী। উদয়নের এহেন মন্তব্যে উঠছে প্রশ্ন। সেই ঘটনার পর তীব্র নিন্দায় সামিল হয়েছেন তৃণমূলের নেতাদের একাংশ।

কোচবিহারের তৃণমূল নেতা বলেন, ''১৯৮৮ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি। মমতা সততার প্রতীক। যতদিন তিনি বাঁচবেন সততার প্রতীক হয়ে বাঁচবেন। কে কী বলল যায় আসে না।'' অপরদিকে, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, ''উদয়ন গুহর বক্তব্যের ব্যখ্যা উদয়নদাই দেবেন। দল দুর্নীতিগ্রস্ত না। দলের কর্মীরাও কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত নন। শতাংশের বিচারে খুব সামান্য কজনের কিছু কাজের প্রভাব নেই। উদয়নদার বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করব না।'' মালদহের তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক বলেন, ''উদয়ন গুহ বলার কে? তাঁর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি আমি।''

কোচবিহারের দিনহাটার চৌধুরীহাটে সংখ ্যালঘু কনভেনশন মঞ্চে কয়েকদিন আগে

বিস্ফোরক মন্তব্য করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সোমবার দলেরই একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নীচে সততার প্রতীক লেখাটি এখন দলের কিছু নেতা কর্মীদের আচরণের জন্য লিখতে পারছি না। এটা আমাদের কাছে দুঃখ জনক। এর জন্য দায়ী দলের কিছু নেতা। যারা বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। এর জন্য দায়ী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নন। যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁদেরই এই দায়ভার নিতে হবে।''

দুর্নীতির কথা কার্যত স্বীকার করে উদয়নবাবু বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সততার প্রতীক নিজে লিখতে পারতেন। কিন্তু এখন আর লিখতে পারেন না। এর জন্য আমাদের মতো নেতারা দায়ী। আমরা কাউকে ঘর দেব বলে টাকা নিয়েছি, কাউকে চাকরি দেব বলে টাকা নিয়েছি। কাউকে এটা-ওটা পাইয়ে দেব বলে টাকা নিয়েছি।''

উদয়ন গুহর এহেন মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল নেতাদের একাংশ। তবে রাজনৈতিকবিদদের মতে, ভোটের আগে যেভাবে খোদ দলেরই বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উদয়ন তাতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল শিবির।

হুগলি নদীর উপরে তৃতীয় সেতুর পরিকল্পনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার বুকে যানবাহনের চাপ তৃতীয় হুগলি সেতু তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ এবং হাওড়ার বাউড়িয়া, এই দু'টি জায়গা সামনে রেখে সরকারি স্তরে কথাবার্তা চলেছে। এই দু'টি জায়গায় নদী অপেক্ষাকৃত কম চওড়া। ফলে সেতু বানানো সহজ হবে। দু'টি বিকল্প জায়গা হিসেবে বিষ্ণুপুর ও বাগনানের কথা ভাবা হয়েছে। 'সেকেন্ড বিবেকানন্দ ব্রিজ টোলওয়ে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড' (এসভিবিটিসি) আয়োজিত কলকাতা-হাওড়া অঞ্চলে যানচলাচলের সুগম বন্দোবস্ত নিয়ে মঙ্গলবার একটি আলোচনাসভায় ওঠে গঙ্গাবক্ষে নয়া সেতুর প্রসঙ্গ।

এ দিন পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ন্যাশনাল হাইওয়ে বিভাগ) রাজীব চট্টরাজ জানান, রাজ্য সরকার কলকাতার উপরে যানজটের চাপ কমাতে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ করছে। কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে প্রয়াস চলেছে হাইওয়ে সম্প্রসারণের। প্রস্তাবিত বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ের অঙ্গ হিসেবে গঙ্গার উপর নয়া সেতু প্রসঙ্গে রাজীব বলেন, 'এর ফলে বিদ্যাসাগর সেতুর উপর যানচলাচলের চাপ অনেকটা কমবে।' সরকারের বক্তব্য, হালে কলকাতা বন্দরে যত কন্টেনার আসে, তার মূল চাপ পড়ে মহানগরী ও সংলগ্ন এলাকাগুলির রাস্তার উপরে। নয়া সেতু শহরের রাস্তায় এই সমস্যা অনেকটাই কমাবে। তবে এই সেতুর আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের হিসেব এখনও হয়নি। সেতুর সঙ্গে কলকাতায় একটি রিং রোড বানানোর চিন্তাও রয়েছে।

অর্থ দফতরের প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীকুমার ভট্টাচার্যের মতে, 'একদিকে উড়ালপুল ও টানেল, অন্যদিকে নদী ও খালের মাধ্যমে পরিবহণ, ট্রাম-রোপওয়ে-লাইট ট্রানজিট রেল সিস্টেমের বহুমুখী বিকাশেই যান চলাচল সুগম হবে মহানগরীর বুকে।' একই মত ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের এমডি আরএস কাপুরের। কলকাতায় মার্কিন কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক জানিয়েছেন, রাজ্যে পরিবহণ পরিকাঠামোর বিকাশে আমেরিকার বিনিয়োগেরও সুযোগ রয়েছে। এসভিবিটিসি'র অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লালা ককে রায় মনে করেন, রাতে শহরের কোনও উড়ালপুল বন্ধ রাখা সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার পরিপন্থী। সংস্থার সিইও অঞ্জন রায়চৌধুরী মনে করেন, বাংলা তথা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নয়নের জেরে কলকাতায় যান চলাচলের পরিমাণ আরও বাড়বে।

বছরে ভর্তি হয় মাত্র ২ জন!

পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে সুন্দরবনের স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেক সময় রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকার কারণে পঠনপাঠনে সমস্যা হয়। কিন্তু, সুন্দরবনের একটি স্কুলে ধরা পড়ল সম্পূর্ণ উলটো ছবি। রয়েছে স্কুল, রয়েছেন শিক্ষকরাও তবে পড়ুয়াদের অভাবে ধুঁকছে বালি পশ্চিমপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালে এই স্কুলটি চালু হয়েছিল। পাশের প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে তৈরি হয় জুনিয়র হাইস্কুল।

জানা গিয়েছে, স্কুল চালু হওয়ার পর সরকারের তরফে দু'জন শিক্ষিকা দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকরা এখানে এসে ক্লাস করাতেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, স্কুল শুরুর সময় প্রায় শতাধিক পড়ুয়া ছিল। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা কমতে শুরু করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পাওয়া কয়েকবছরের ছাত্র ভর্তির পরিসংখ্যান শুনলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। কোনও বছর একজন বা কখনও দুজন পড়ুয়া এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তাদের নিয়েই চলছে স্কুল। জানা গিয়েছে, স্কুলে দু'জন শিক্ষিকা ছিলেন। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এক শিক্ষিকা বদলি নিয়ে অন্য স্কুলে চলে যান। তখন থেকে একজন শিক্ষিকাই এই স্কুলে দায়িত্বে রয়েছেন। গোটা স্কুলটি তিনিই পরিচালনা করছেন বলে জানা গিয়েছে। স্কুলে একজন শিক্ষক থাকার কারণে অভিভাবকরাও নিজেদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে চাইছেন না বলে জানা গিয়েছে। স্কুলে অষ্টম শ্রেণি অবধি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকার কারণে সন্তানদের ভর্তিতে অভিভাবকদের অনীহা দেখা গিয়েছে। স্কুলের বিষয়টি গোটা প্রশাসনেরও নজরে রয়েছে। গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি স্কুল শিক্ষা দফতরে জানানো হবে। এই বিষয়ে স্কুলে শিক্ষিক জলি সাহা বলেন, ''এ বছর আমাদের স্কুলে এখনও কোনও ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়নি। কোনও বছর দু'জন বা কখনও একজন এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে আমি একাই এই স্কুলের শিক্ষিকা। আগে আরও একজন ছিলেন। উনি অন্য স্কুলে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গিয়েছেন। শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকার কারণে অভিভাবকরা সন্তানদের এখানে ভর্তি করাচ্ছেন না। আমি একা একা স্কুলে বসে থাকতে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি। ভীষণই খারাপ লাগে।

১৬ কোটি টাকার দেনায় ডুবে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজস্ব আয় বলতে কিছুই নেই। নিজস্ব ভাঁড়ারও খালি। অথচ খরচ প্রতি মাসে প্রায় ১ কোটি টাকা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার বিল সঠিক সময়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে না পাঠানোয়, সেখান থেকেও টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে নতুন করে আর কোনো উন্নয়নমূলক কাজে হাতই দেওয়া যাচ্ছে না। থমকে গিয়েছে শহরের উন্নয়ন। শুধু তাই নয়, খরচ তুলতে হাত পাততে হয়েছে বাজারে। আর তার জেরেই ১৬ কোটি টাকার দেনা চেপে বসেছে মাথার ওপরে। নাহ এখানে কোনও মানুষের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম মহকুমা সদর ডায়মন্ড হারবার পুরসভার কথা। ঘটনাচক্রে এই এলাকারই সাংসদ বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন প্রশ্ন উঠেছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার এই ১৬ কোটি টাকার দেনায় ডুবে থাকার বিষয়টি নিয়ে তিনি ওয়াকিবহাল কিনা!

জানা গিয়েছে, রীতিমতো আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা। পরিস্থিতি এমন যে, টাকার অভাবে ঠিকাদারদের পেমেন্ট করা যাচ্ছে না। এই আর্থিক সঙ্কট থেকে সুরাহা পেতে রাজ্যের পুর ও

নগরোন্নয়ন দফতরের দ্বারস্থ হয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। তাঁরা পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে চিঠিও পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দফতর। এভাবে চললে আগামীদিনে পুরসভার কর্মীদের বেতন দিতে সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেননা ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় প্রায় ৫০০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করেন। তাঁদের বেতন খাতে খরচ হয় প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা। কোনোভাবে সেই টাকা এখন জোগাড় করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও তাঁদের বেতন দিতে দিতে মাসের ১০ তারিখ পার হয়ে যাচ্ছে। এমনকী পুরসভার খরচ মেটাতে গিয়ে এখন 'হাউস ফর অল' প্রকল্পের টাকাতেও হাত দিতে হচ্ছে যা রীতিমতো নিয়ম বহির্ভূত।

পুরসভার কী বক্তব্য? পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস জানিয়েছেন, 'সরকারকে আমরা বিষয়টি জানিয়েছি। তাঁরা বিবেচনা করে আমাদের আবেদনে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। পুরসভার আর্থিক হাল বেশ খারাপ। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার বিল সঠিক সময়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে পাঠানো যায়নি। তার জন্য টাকা ছাড়া হয়নি। বকেয়া টাকা নিজেদের তহবিল থেকে মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। পুরসভার নিজস্ব ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। নিজেদের আয় সেরকম নেই। ফলে পুরসভা যে সব উন্নয়নের কাজ করে, তা করা যাচ্ছে না। ঠিকাদারদের বকেয়া টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই তাঁরাও এখন নতুন করে কোনও কাজে হাত দিতে চাইছেন না।'

স্বজনপোষণ আলুর বন্ড নিয়ে! বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলুর বন্ড নিয়ে স্বজন পোষণের অভিযোগ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান অঞ্চলে। এলাকাবাসী অঞ্চল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। জানা যায়, ফর্ম জমা দেওয়ার সময় লিস্টে নম্বর প্রথমে থাকলেও বন্ড নিতে এসে দেখতে পারেন তাদের লিস্টে নামই নেই। তাই তাঁরা পাচ্ছে না আলুর বন্ড। এর ফলে চরম হয়রানির অভিযোগ আলু চাষিদের।

এই বন্ড নিয়ে স্বজনপোষণ অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে এক আলুচাষি জানান, তার কেসিসি-ও রয়েছে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন এবং টোকানও নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও লিস্টে তাঁর নাম নেই বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই বিষয়ে মঙ্গলবার অঞ্চল প্রধান জানান, 'অনেকের নাম বাদ গিয়েছে তাড়াহুড়োতে। এই কাজ এজেন্সিকে দিয়েছিলেন। সেই এজেন্সি হয়তো কিছু ভুল করেছে'। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে ইসলামের যা অভিমত

মোহাম্মাদ মোস্তাকিম হোসাইন

ইসলাম একমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান। মহান আল্লাহতায়ালা মানব এবং জীন জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য তৈরি করেছেন। বনি আদমের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমই ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি কার্যক্রমগুলো কোরান ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থের। অর্থ মানবজীবনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। আর অর্থ উপার্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। পৃথিবীতে নানা ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মনে রাখতে হবে একটি দেশের অর্থব্যবস্থার আলোকে সে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি আর পুঁজিবাদি অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি এক রকম নয়। উক্ত দুই মূলনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও ব্যতিক্রম, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জনগণ ও রাষ্ট্রকে কল্যাণ ও অগ্রগতির দিকে ধাবমান করে ইসলাম। ইসলামী ব্যবসা নীতিতে সকল অবৈধ কারবার ও লেনদেন নিষিদ্ধ। তেমনি জবরদস্তিমূলক কারবার, নিষিদ্ধ জিনিসের কারবার, ধোঁকা এবং প্রতারণামূলক কারবার ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ইসলামের ব্যবসানীতিও ইসলামের মৌল নীতিমালার আলোকে স্থিরিকৃত।

পারস্পারিক সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। শুধু একক ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, ''সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না।'' (আল কোরান— ৫-২)

আল্লাহতায়ালা স্বীয় অসীম জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন বিত্তবানের মুখাপেক্ষী, তেমনি

একজন শ্রেষ্ঠ ধনীলোক পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। তাই বলা যায়, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পারিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

মনে রাখতে হবে অবৈধ পন্থায় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করা ও মুনাফা অর্জন করা ইসলামী শারিয়তের বিরোধী। এজন্য সকল প্রকার জুয়া ও লটারির ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। কারণ, এর মাধ্যমে নির্ঘাত লোকসানের মাধ্যমে পথে বসার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ''তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিন এ তো দুই ভাইয়ের মধ্যে মহাপাপ।'' (সূরা বাকারা— ২১৯)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ''নিশ্চয় মদ ও জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক (গণক) এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেবে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।'' (আল কোরান— মায়দা-৯০)।

এতে অনুধাবন করা যায় যে, হারাম জিনিসের ব্যবসাও হারাম। অসৎ ব্যবসার জন্য দরকার শরিয়তসম্মত তথা বৈধ বস্তু। পারস্পারিক সহযোগিতা ছাড়া ব্যবসা সম্ভব নয়। শুধু বিক্রেতার মাধ্যমে পূর্ণ ক্রয় বিক্রয় সম্ভব। তেমনি দরকার পারস্পারিক সম্মতি। মনে রাখতে হবে সকল প্রকার কারবারে উভয়পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে জবারদস্তির কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা সূরা নিসার ২৯ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, ''হে বিশ্ববাসীগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পরে সম্মতি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ পরম দয়ালু।''

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে সব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনিভাবে উভয়পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকলে সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম ও বাতিল বলে গণ্য হবে। অনেকে জবর দখল বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ব্যবসার নামে অন্যের সম্পদ, দোকান, জায়গা দখল করে নেয় নামমাত্র অর্থ দিয়ে অথবা সমুদয় গ্রাস করে। যা ইসলাম বিরোধী এবং হারাম। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাই সুদের কারবার কিংবা শ্রমিকের শ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক কম দেওয়া উচিত নয়। বরং তা ত্যাগ করা ও তওবা করা জরুরি। যার প্রাপ্য যতটুকু তা ঠিকমতো বুঝে দেওয়া মালিকের কর্তব্য। সুদের কারবারে রয়েছে জবরদস্তি ও অসহায় মানুষকে নিঃস্ব করার ফাঁদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে বলেন, ''আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা)-কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন, সুতরাং বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে চাপ সৃষ্টি করে বা জবরদস্তি করে লেনদেন করতে বাধ্য করা ও তা থেকে মুনাফা অর্জন করা যাবে না।''

সুদ সম্পর্কে জাবির রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক (চুক্তি সম্পাদনকারী) ও সুদের স্বাক্ষী, সকলের ওপর অভিশাপ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী। (সহীহ মুসলিম— ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ৩৯৪৭)

ব্যবসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত চুক্তিবদ্ধ হওয়া জরুরি। জোর করে চুক্তি করা যাবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে চুক্তিনামা বাস্তবায়ন জরুরি। লিখিত চুক্তিনামা থাকলে প্রতারণার সম্ভাবনা কম থাকে। তবে ইসলামে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী অবুঝ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, অসহায় ও দাস হতে পারবে না। নবি সা. বলেন, ''তিন ব্যক্তির উপর শরিয়ত নির্দেশ আরোপিত হবে না। পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক।'' (আবু দাউদ— হাদিস নং ৪৪০২)

এখানে বলা দরকার যে অতিরিক্ত মুনাফার (লাভ) জন্য খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু মজুত করা বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

সাধারণ পুঁজিবাদী কারবার ও ইসলামী কারবারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী কারবারে কোনও প্রকার প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া, আত্মসাৎ, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, ক্ষতি ও পাপাচার থাকতে পারে না। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন কোনও লেনদেন করা যাবে না যার মাধ্যমে বিন্দুমাত্র ভেজাল বা ধোঁকা রয়েছে। রাসুল সা. বলেন, ''যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।'' ইসলামই একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে আমানতকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমানতের খিয়ানতকারী হচ্ছে মুনাফিক। আর মুনাফিকরা জাহান্নামের তলদেশে অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। হজরত আনাস রা. বলেন, নবি সা. আমাদের প্রায় খুতবাতে বলতেন, ''যার আমানতধারীতা নেই তার ইমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই।'' (মুসনাদে আহম্মেদ)

একমাত্র ইসলামই দিয়েছে বিশ্ববাসীকে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। মহানবি সা. প্রথম জীবনে আবু তালেবের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী, যার কারণে মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী রমনী খাদিজাতুল কুবরা রা. ইয়াতিম নবি মহম্মদ সা.-কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাসুলের পদতলে প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুস্পষ্ট মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা হয় তাহলে ওজনে কমবেশি, মিথ্যা তথ্য, ধোঁকা, প্রতারণা, ভেজাল, কালোবাজারি, মজুতাদারি, নিষিদ্ধ লেনদেন ইত্যাদি থেকে মানুষ মুক্ত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সুন্দর, সাবলীল ও কল্যাণকর বিপণন ব্যবস্থা, উপকৃত হবে জনগণ। এগিয়ে যাবে দেশ, উন্নত হবে জাতি, সুন্দর হবে পরিবেশ।

ইসলামে জন্মদিন পালন সম্পর্কিত বিধান

ইসলামে জন্মদিন বা জন্মদিন পালন বলতে কিছু নেই। বছরের যে দিনটিতে কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই দিনকে তার জন্য বিশেষ কোনোদিন মনে করা বা এই উপলক্ষে আনন্দ-ফূর্তি করা অথবা কোনো আমল করার বিষয়ে কোরান-সুন্নায় কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না। খাইরুল কুরূনেও (সাহাবী ও তাবেইন রাজি-র স্বর্ণযুগ) জন্মদিন পালনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

বর্তমানে জন্মদিন পালন বলতে বোঝায় মাসের যে তারিখটিতে কোনও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে বছর ঘুরে সে তারিখটি আবার ফিরে আসলে সেটাই তার জন্মের দিন তথা জন্মদিন। বর্তমানে 'জন্মদিন' পালনের প্রবণতা একটু বেশিই যেন। ধনী হোক আর গরিব হোক, জন্মের দিনটা ঘটা করে পালন না করলে যেন মনে শান্তি আসে না। কেবল মানুষ নয়, কিছু বিত্তশালী তাদের পোষা কুকুরেরও জন্মদিন পালন করে! এদিন তারা নানা আয়োজন করে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে, আনন্দ-উল্লাস করে, মদ্যপান করে, নর্তকী নাচিয়ে ফূর্তি করে দিন কাটায়।

ইসলামে জন্মদিন বা জন্মদিন পালন বলতে কিছু নেই। বছরের যে দিনটিতে কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই দিনকে তার জন্য বিশেষ কোনোদিন মনে করা বা এই উপলক্ষে আনন্দ-ফূর্তি করা অথবা কোনো আমল করার বিষয়ে কোরান-সুন্নায় কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না। খাইরুল কুরূনেও (সাহাবী ও তাবেইন রাজি-র স্বর্ণযুগ) জন্মদিন পালনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যদি জন্মদিন বলতে ইসলামে কোনো কিছু থাকত তাহলে হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে সাহাবী ও তাবেইন রাজিদের জন্মদিন পালনের কোনো না কোনো ঘটনা থাকত। অথচ তাঁদের জন্মদিন পালনের কোনো প্রমাণ কোনো সূত্রেই পাওয়া যায় না। এমনকী জন্মদিনের বিশেষ কোনোর গুরুত্বই তাঁদের কাছে ছিল না। এর প্রমাণ মেলে তাঁদের জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সাহাবা ও তাবেইন রাজিদের জীবনীর দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, তাঁরা কোন সনে জন্মগ্রহণ করেছেন তা কারও কারও জানা গেলেও কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানা খুবই দুস্কর। এমনকী আমাদের প্রিয়নবি সা. রবিউল আওয়াল মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকায় সীরাতপ্রণেতাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামে জন্মদিন পালন গুরুত্ববহন করলে কমপক্ষে যে সময় সাহাবিদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্মতারিখ সংরক্ষিত থাকত। তাঁরা জন্মদিন ঘটা করে পালন করতেন। অথচ জন্মদিন পালন তো দূরের কথা, তাঁদের জন্ম তারিখই সংরক্ষণ করা হয়নি। এটা যদি পালনীয় বিষয় হত বা গুরুত্ব বহন করত তাহলে অবশ্যই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্মতারিখ সংরক্ষণ করতেন। এর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয়, জন্মদিন বলতে বর্তমানে যা বোঝায় ইসলামে এর কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

আসুন, এবার দেখা যাক জন্মদিন পালনের বিষয়টি কীভাবে বা কাদের থেকে এসেছে। আমাদের দেশে যেভাবে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, এর উৎপত্তি আমাদের দেশে না। পশ্চিমা দেশগুলোতে। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকে জন্মদিন উৎসব হিসেবে পালন করা হত। পেগান সংস্কৃতির লোকেরা 'অদৃশ্য আত্মা'কে ভয় পেত। বিশেষভাবে জন্মদিনে। তাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, এই অদৃশ্য আত্মারা আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যখ ন কোনও ব্যক্তির বা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে। যেমন, প্রতি বছর বয়স বাড়া। এটি ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উৎযাপন, যারা হাসি-তামাশা করে সেই ব্যক্তির চারপাশ ঘিরে রাখত, যাতে খারাপ আত্মা তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। উপহারের পরিবর্তে পরেরবারের জন্মদিনটা যেন শুভ ও মঙ্গলময় হয় সকলে সেই কামনাই করত। তাছাড়া জন্মদিন সম্পর্কে আর যতটুকু জানা যায়, এর সূচনা কোনো মুসলিমের থেকে হয়নি। বরং হয়েছে ফেরাউন থেকে। বাইবেলের 'বুক অব জেনেসিসে' এসেছে, ''তৃতীয় দিনটা ছিল ফেরাউনের জন্মদিন। ফেরাউন তার সব দাসদের জন্য ভোজের আয়োজন করে। সেই সময়ে ফেরাউন রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশককে কারাগার থেকে মুক্তি দিল।'' (আদি পুস্তক, ৪০—২০)

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তিনহাজার পঞ্চাশ থেকে চারহাজার বছর পূর্বের এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে 'বুক অব জেনেসিসে'।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

বাড়ি

মহম্মদ মুস্তাক

বাড়ি, আরাম ও শান্তির জায়গা,
যেখানে হাসি এবং আনন্দ কখনও ম্লান হয় না।
যেখানে ভালোবাসা থাকে স্মৃতিরা তৈরি হয়,
যেখানে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

বাড়ি, শুধু চার দেওয়াল আর ছাদ নয়,
যেখানে হৃদয় এবং আত্মারা প্রমাণ খুঁজে পায়।
যেখানে হলগুলোতে হাসির প্রতিধ্বনি হয়,
যেখানে মুহূর্তগুলোকে বন্দি করে সংরক্ষণ করা হয়।

বাড়ি, যেখানে সমস্ত উদ্বেগ ও ঝামেলা পরীক্ষা করা হয়,
যেখানে জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।
যেখানে পরিবারের সবাই হাসিমুখে খেতে জড়ো হয়,
মায়ের হাতের সুস্বাদু খাওয়ার পেটপুরে সবাই খাই।

বাড়ি, যেখানে সূর্য ওঠে অস্ত যায়,
যেখানে ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা করা হয়।
এখানেই শুরুতে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাই,
এখানেই অনুভব করি আমরা কখনই একা নই।

নেতার আসন

আসগার আলি মণ্ডল

লাগলো আগুন বাজার জুড়ে
আকাশ ছোঁয়া দাম
নুন আনতে পান্তা ফুরায়
ঝরছে গায়ের ঘাম।

নেতারা সব সেল্ফি তোলে
গামছা কাঁধে মাঠে
লোক দিয়ে সব আনায় জিনিস
যায় না ওরা হাটে।

মঞ্চে ওরা সাধু সাজে
বাস্তব সব লাটে
সুযোগ পেলেই নিজ স্বার্থে
লোকের পকেট কাটে।

বছর গেলেই কোটিপতি
জুটলে নেতার আসন
প্রাসাদ বাড়ি-ঘর আলিশান
লম্বা-চওড়া ভাষণ।

আমজনতার দাবি যত
মেটায় ওরা নোটে
ভুল হয়েছে আজ বুঝেছে
জিতিয়ে ওদের ভোটে।

প্রান্ত

সুমিত ভট্টাচার্য্য

জীবন যেমন মাশুল গোনে স্বপ্ন দেখার ছলে
যুক্তিবাদ সব ঢাকলে দেখি বিজ্ঞাপনের দলে
আবার যাপন মিথ্যে ঝুড়ি মিথ্যে সাজের মালা
হারিয়ে যাওয়া বিকেল চেনায় সূর্য রঙের থালা
অবুঝ ভেতর বন্দরে তাই পুড়তে থাকে অতীত
পলাশ রঙও হারিয়ে দেখা পিছুটানের গীত
এমন আপন আর কেউ নেই স্বপ্ন চুরির গান
আর একটু এক ব্যর্থতায় ঠিক গল্পে লেখা স্নান।

মেঘবালিকা

কুতুব আহমেদ

মনখারাপের মেঘলা আকাশ একলা চলার দায়—
মেঘ জমেছে মনের কোণে বৃষ্টি ঝেঁপে আয়।
মেঘের দেশে চু কিত কিত, মনভোলানো গান,
ধানসিঁড়ি-বন কু ঝিক ঝিক বাটায় ভরা পান।
গাঙ শালিকের শূন্য আকাশ সুদূর সীমানায়—
মেঘের ভেলায় মন ভেসে যায় দেখবি ওরে আয়।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দেখতে গিয়ে ব্যাঙ্গমীরে
ও মেয়ে তুই কেমন করে শাপলা তুলিস নদীর তীরে!
ধলাইছড়া, ধান্যরুখি, জোৎস্না রাতের মায়ায়—
ডুমুরজলায় পানকোড়ি-বউ পাকুর গাছের ছায়ায়
সেই যেখানে আকাশ মেশে সোনার ধানের শিষে—
ফুল্লকেতুর উজান গাঁয়ের কাব্য আছে মিশে
মনখারাপের মেঘলা আকাশ ডাকছে কেবল, আয়!
মেঘবালিকা ও মেয়ে তুই হারিয়ে গেলি হায়!

পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে বিরাটাকার গ্রহাণু

ট্র্যাকিং শুরু করে দিল নাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে একটি বিরাটাকার গ্রহাণু। সেই গ্রহাণু আঘাত করতে পারে পৃথিবীকে। ফলে ফের একবার ভয়ানক ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হতে পারে পৃথিবী। সেই গ্রহাণুর হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তাই এখন থেকেই ট্র্যাকিং শুরু করে দিল নাসা। নাসার ট্র্যাকিংয়ে ধরা পড়েছে ওই গ্রহাণু, যার নাম দেওয়া হয়েছে ২০২৩ ডিডব্লু।

নাসা এই ২০২৩ ডিডব্লু গ্রহাণুটিকে ট্র্যাক করে হিসেব কষে দেখেছে তা পৃথিবী অভিমুখে ধেয়ে আসছে। তা পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে ২০৪৬ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে। ২০৪৬-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি তা পৃথিবীতে বিধ্বস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ সেই গ্রহাণুর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। নাসার অ্যাস্টারয়েড ওয়াচ অনুসারে ২০২৩ ডিডব্লু হল একটি গ্রহাণু যার আনুমানিক ব্যাস প্রায় ৪৯.২৯ মিটার। এটি বর্তমানে পৃথিবী থেকে প্রায় ০.১২ জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিট দূরে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক হল পৃথিবীর কেন্দ্র এবং সূর্যের কেন্দ্রের মধ্যে গড় দূরত্ব।

সূর্যের সাথে আপেক্ষিক গতিতে গ্রহাণুটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৪.৬৪ কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করছে। ২০২৩ ডিডব্লু সূর্যের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করতে প্রায় ২৭১ দিন সময় নিচ্ছে। এভাবেই ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে আসতে পারে গ্রহাণুটি। অবশ্যই, এই পরিসংখ্যান আরও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

একটা সময়ে গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ডাইনোসরও। পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর প্রকৃতির। আবারও যাতে প্রাণীকূলের উপর গ্রহাণুর আঘাত না নেমে আসে, তার জন্য নাসার বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ডার্ট মিশনে নাসা গ্রহাণুকে অন্য পথে চালিত করেছিল। সেই সাফল্য অধ্যয়ন করে অন্যান্য গ্রহাণু প্রতিরোধের রাস্তা খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নাসার পাঠানো একটি মহাকাশযান ডিমোরফস নামে একটি গ্রহাণুকে আঘাত করেছিল। তার ফলে গ্রহাণুর গতিপথ চিরতরে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। নাসার প্রেরণ করা আর একটি মহাকাশযান সেই সঙ্ঘর্ষের ছবি তুলেছিল। সেই ছবি বিশ্লেষণ করে এবং গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তাঁরা পুরোপুরি সফল। ভবিষ্যতে তারা আরও সাফল্য নিয়ে আসতে তৈরি। তেমনই ২০৪৬ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ‘২০২৩ ডিডব্লু’ নামে যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে পারে বলে ধরে নিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, সেই গ্রহাণুকে অন্যপথে পরিচালনা করারও তোড়জোড় শুরু করেছে নাসা। নাসার ট্যাকিংয়ে রয়েছে গ্রহাণুটি। যদি দেখা যায় গ্রহাণুটি দিক বদল করছে না, তাহলে নাসা চরম সিদ্ধান্ত নেবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সফল প্রবেশ ‘উপগ্রহে’র

ইসরোর পরিচালনায় বড় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো সম্প্রতি একটি উপগ্রহ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে। ইসরো লো আর্থ অরবিট থেকে ওই স্যাটেলাইটটিকে বিধ্বস্ত করবে। মেঘা ট্রপিক্স ওয়ান বা এমটি-১ মঙ্গলবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সফলভাবে পুনঃপ্রবেশ করেছে। এবার তা প্রশান্ত মহাসাগর অভিমুখে পাঠানো হবে ধ্বংস করার জন্য।

ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরো ও ফরাসি মহাকাশ সংস্থা সিএনইএস যৌথভাবে একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিচালনার জন্য। যৌথভাবে এই মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল ২০১১ সালের অক্টোবরে। তিন বছরের মিশন লাইফে মহাকাশযানটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মহাকাশে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। বহু মূল্যবান ডেটা সরবরাহ করেছে। কিন্তু বর্তমান তা আর কর্মক্ষম নয়। তাই বিজ্ঞানীরা মহাকাশের ধ্বংসাবশেষ প্রশমনের জন্য এবং লোয়ার আর্থ অরবিট বা পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথকে আরও বাধামুক্ত করার জন্য গবেষণা ও বিশ্লেষণ চালিয়ে যাচ্চেন। সেজন্যই মেঘা ট্রপিক্স ওয়ানকে লোয়ার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারত ও ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা প্রেরিত এই মহাকাশযানটি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক জলবায়ু মডেল নিয়ে কাজ করছিল। এখন তা কর্মক্ষম হয়ে পড়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়ে এসে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়ছে। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টার-এজেন্সি স্পেস ডেব্রিস কোঅর্ডিনেশন কমিটি বা

ইউএনআইএডিসি-র নির্ধারিত মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ প্রশমন নির্দেশিকা অনুসরণ করে স্যাটেলাইটটি বিধ্বস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেইমতো মঙ্গলবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে মেঘা ট্রপিক্স-১।

ইসরো প্রশান্ত মহাসাগরের একটি জনবসতিহীন এলাকাকে সে জন্য বেছে নিয়েছে। এমটি-ওয়ানের ধ্ংসাবশেস নিক্ষেপ করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ সংস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে বিলুপ্ত মহাকাশযানের কক্ষপথকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার জন্য ১৮টি কক্ষপথ কৌশল সম্পাদন করেছে। ডি-অরবিটিংয়ের মধ্যে, উপগ্রহকে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা। ৭ মার্চ মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গ্রাউন্ড ইমপ্যাক্টের পরে চূড়ান্ত দুটি ডি-বুস্ট বার্ন সম্পন্ন হয়। তারপরই তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ইসরো আরও জানিয়েছে যে, স্যাটেলাইটের কোনো বড় টুকরো পৃথিবীর বুকে পড়ার সম্ভাবনা নেই। একেবারেই ছোটো ছোটো টুকরো বা পোড়া ছাই হয়ে তা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিলীন হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীকে ঘিরে থাকা মহাকাশের আবর্জনার বিষয়ে ভারত সোচ্চার হয়েছে। কীভাবে এটি পর্যবেক্ষণকে কঠিন করে তুলেছে এবং শূন্য মাধ্যাকর্ষণে সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়িয়েছে, তার ব্যাখ্যাও করেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থাটি। সেই মিশনে নেমেই আবারও সাফল্য পেল ইসরো। ইভেন্টের পুরো ক্রমটি ইসট্র্যাকের মিশন অপারেশন কমপ্লেক্স থেকে পরিচালিত হয়।

মঙ্গল গ্রহে প্রথম সূর্যরশ্মির ছবি

চমকে দিল নাসার কিউরোসিটি রোভার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে রোদ উঠেছে। এই প্রথম সূর্যরশ্মির সেই ছবি তুলে তাক লাগিয়ে দিল নাসার কিউরোসিটি রোভার। সম্প্রতি নাসার কিউরোসিটি রোভার মঙ্গলের বুকে রোদের ছবি তুলে পাঠিয়েছে। নাসা সেই ছবি সম্প্রতি পোস্ট করেছে টুইটারে। বিজ্ঞানীদের কাছে এই ছবি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর এক কাছের গ্রহ মঙ্গল আজও রহস্যময় হয়ে রয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে। বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা লাল গ্রহের রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহাকাশযানের পাঠানো বিভিন্ন ভিডিও ছবি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছেন লাল গ্রহ মঙ্গলকে। সেইমতোই নাসার কিউরোসিটি রোভার মঙ্গলের আকাশে সূর্যের রশ্মি ক্যাপচার করেছে। চিত্রটি নাসার মার্স কিউরোসিটি রোভারের অফিসিয়াল টুইটার পেজে পোস্ট করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্যাপশনও দেওয়া হয়েছে টুইটার পোস্টে। সেখানে লেখা হয়েছে, এই প্রথম মঙ্গলে সূর্যের রশ্মির ছবি ধরা পড়ল ক্যামেরায়ে। গত মাসে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম, তারপর দর্শনীয় এই রশ্মি ক্যাপচার করেছি আমরা।

কিউরিওসিটি মার্স রোভার একটি প্যানোরামিক চিত্র ধারণ করেছে। ধূসর মঙ্গলগ্রহের আকাশের সঙ্গে মঙ্গলের পৃষ্ঠের অন্ধকার দিগন্ত। গোধূলিতে তোলা সৌররশ্মির ছবি। সূর্যাস্তের সময় মেঘের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল সাদা, সবুজ এবং গোলাপী আভাযুক্ত ‘সূর্যের রশ্মি’ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন আলো ঊর্ধ্বমুখী দিগন্ত থেকে বাইরের দিকে

> “অত্যাশ্চর্য!’’ আবার একজন লিখেছেন, “অবিশ্বাস্য! এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমরা অন্য গ্রহে সূর্য রশ্মির এমন স্পষ্ট চিত্র দেখছি।’’

বিকিরণ করে। এই প্যানোরামাটি পৃথিবীতে পাঠানো ২৮টি চিত্রের সঙ্গে একত্রিত করা।

মঙ্গলের এই সৌররশ্মির ছবি শেয়ার করার পর কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই পোস্টটি সাড়ে তিন লক্ষ ভিউ পেয়েছে। এই সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একইসঙ্গে পোস্টটি চার হাজার লাইকও পেয়েছে। অনেকে এই শেয়ারের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্তব্য পোস্ট করেছেন। টুইটার ব্যবহারকারীরা নানা প্রতিক্রিয়া এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

একজন লিখেছেন, ‘‘অত্যাশ্চর্য!’’ আবার একজন লিখেছেন, ‘‘অবিশ্বাস্য! এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমরা অন্য গ্রহে সূর্য রশ্মির এমন স্পষ্ট চিত্র দেখছি।’’ নাসার এই কীর্তিকে স্যালুট জানিয়েছেন। আবার এই ছবিকে শ্বাসরুদ্ধকর এবং সুন্দর বলে ব্যাখ্যা করে একজন জানিয়েছেন, আমাদের এই চমৎকার ছবি দেওয়ার জন্য নাসারকে এবং নাসার বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ। একজন লিখেছেন, যখন আমি ছোট ছিলাম, আমি সবসময় কল্পনা করতাম যে, অন্য গ্রহে কেমন হবে। কখনও ভাবিনি যে আমি আসলে এরকম কিছু দেখতে পাবো।

২০২৩-এর ‘হাইব্রিড’ সূর্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কবে হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বছরের প্রথম দুই মাস অতিক্রান্ত। এখন দেখা যায়নি কোনো সূর্যগ্রহণের অনির্বচনীয় সেই দৃশ্য। তবে এবার শুরু হয়েছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণের দিন গোনা। এবারের সূর্যগ্রহণকে আবার বলা হচ্ছে হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ। কখন কোথায় দেখতে পাবেন এই মহাজাগতিক দৃশ্য, তার অপেক্ষায় মহাকাশপ্রেমীরা।

এ বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। আগামী ২০ এপ্রিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ওইদিন সকাল ৭টা ৪ মিনিট থেকে ১২টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত সূর্যগ্রহণের স্থিতিকাল। এই সূর্যগ্রহণকে ‘হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সূর্যগ্রহণ কি দেখা যাবে ভারত থেকে? তার উত্তরও মিলেছে।

এবার ভারত থেকে সরাসরি দৃশ্যমান হবে না সূর্যগ্রহণ। তবে অন্যান্য দেশ থেকে সরাসরি টেলিকাস্টের মাধ্যমে সূর্যগ্রহণ দেখতে পারে। ২০ এপ্রিলের পর দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ হবে এ বছরের ১৪ অক্টোবর। সেদিন আরও একটি সূর্যগ্রহণ হবে। সেই সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে। হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ হল একটি বৃত্তাকার গ্রহণ প্রক্রিয়া। একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সংমিশ্রণ ঘটে এই হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ। যখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীজুড়ে পড়ে তখনই এই বিরল গ্রহণ ঘটে। এইসময় সূর্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটি রিং-এর মতো আকৃতি তৈরি করে, যা ‘আগুনের বলয়ে’র মতো লাগে। ২০ এপ্রিল সূর্যগ্রহণটি দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যান্টার্কটিকা এবং ভারত মহাসাগর থেকে। তবে দৃশ্যমান হবে না ভারত থেকে। ‘বার্ষিক রিং অফ ফায়ারে’র সময় এটি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দৃশ্যমান হবে। এছাড়া এক্সমাউথ, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, তিমুর লেস্ট ও পশ্চিম পাপুয়ার তিনটি স্থানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে। নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সূর্যগ্রহণের সময় সরাসরি সূর্যের দিকে তাকানো বিপজ্জনক হতে পারে। তাই সূর্যের এই গ্রহণ দেখার জন্য চোখের বিশেষ সুরক্ষা নিতে হবে। সে জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দিয়েছে নাসা। ব্ল্যাক পলিমার, অ্যালুমিনাইজড মাইলার বা ১৪ নম্বর শেডের ওয়েল্ডিং গ্লাস-সহ আই ফিল্টারগুলি গ্রহণ দেখতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিভাইসের সামনে সুরক্ষিত সোলার ফিল্টার ছাড়া ক্যামেরার লেন্স, বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপের মাধ্যমে সূর্যের যে কোনও অংশ দেখা তাৎক্ষণিকভাবে চোখের গুরুতর আঘাতের কারণ হবে। ফলে সাবধানী হয়েই সূর্যগ্রহণ দেখতে হবে। তা না হলে সেটা হবে বিপদসঙ্কুল।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

তিন ফর্ম্যাটেই ১০ বার করে ম্যাচের সেরা, নজির কোহলির

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমদাবাদ টেস্টে রান পেয়ে স্বস্তি ফিরল বিরাট কোহলির। মাত্র ১৪ রানের জন্য দ্বিশতরান হাতছাড়া হলেও আক্ষেপ নেই তাঁর। বরং দীর্ঘ দিন পর নিজের মতো ব্যাটিং করতে পেরে খুশি কোহলি। সেই সঙ্গে ম্যাচের সেরা হওয়াটা তাঁর কাছে বোনাস। আমদাবাদ টেস্টে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়ে তিনি নজিরও গড়ে ফেললেন।

বিরাট কোহলি প্রথম ক্রিকেটার যিনি ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট অর্থাৎ টেস্ট, ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টিতে কম করে ১০ বার করে ম্যাচের সেরা হওয়ার নজির গড়লেন। সোমবার আমদাবাদে ম্যাচের সেরা হয়ে ষোলকলা পূর্ণ হল তাঁর। এই নজির এখনও পর্যন্ত আর কোনো ক্রিকেটারের নেই।

আমদাবাদের ২২ গজে ব্যাট করে সন্তুষ্ট ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। তিনি ১৮৬ রান করে ভারতের স্কোর ৫৭১-এ নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। সোমবার ম্যাচের পর কোহলি বলেছেন, ‘এক জন খেলোয়াড় হিসেবে নিজের কাছে যে প্রত্যাশা থাকে, সেটা আমার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যে ভাবে খেলতে চাই, সে ভাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারছিলাম না। গত ১০ বছর যে ভাবে খেলেছি, তেমন খেলতে পারছিলাম না। তাই একটু সময় নিচ্ছিলাম। আগের মতো খেলার চেষ্টা করছিলাম। নাগপুরের প্রথম ইনিংসেই বুঝতে পেরেছিলাম, অনেকটা ভালো ব্যাট করছি।’

বড় রান পেয়ে খুশি কোহলি। উচ্ছ্বাস চেপে না রেখে বলেছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য থাকে দলের জন্য যত বেশি সময় সম্ভব ব্যাট

করা। সব সময় উইকেটে থাকার চেষ্টা করি। একটা পর্যায় পর্যন্ত উইকেটে থাকতে পারলেও আগের মতো পারছিলাম না কিছু দিন। এ জন্য কিছুটা হতাশ লাগছিল। এই টেস্টটা আবার আগের মতো করে খেলতে পেরে ভালো লাগছে। যে ভাবে চেয়েছিলাম, সে ভাবেই খেলতে পেরেছি। ভালো লেগেছে অনেক ভালো রক্ষণ করতে পারায়। বলতে পারেন নিজের খেলায় আমি খুশি। কাউকে ভুল প্রমাণ করার ছিল না। কেন মাঠে নামছি, সেটা নিজের কাছে আরও যুক্তিগ্রাহ্য করতে চাইছিলাম।’

প্রসঙ্গত, বর্ডার গাভাসকর ট্রফি ভারতের দখলেই থাকল। আমদাবাদে চতুর্থ টেস্ট ড্র হতেই ২-১ ফলে সিরিজ জিতে নিল ভারত। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ জিতেছিল ভারত। এ বার দেশের মাটিতেও সিরিজ জিতে ভারতের দখলেই রইল এই ট্রফি। ম্যাচের শেষ দিনে ১৭৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। তার পরেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে ম্যাচ শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দুই দলের অধিনায়ক।

আমদাবাদের পাটা পিচে প্রথম দিন থেকেই সাবলীল ব্যাটিং করেন দুই দলের ব্যাটাররা। প্রথম ইনিংসে ৪৮০ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। উসমান খোয়াজা ও ক্যামেরন গ্রিনের জোড়া সেঞ্চুরিতে চালকের আসনে ছিল অজিরাই। তবে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সেঞ্চুরি হাঁকান শুভমন গিল। সাড়ে তিন বছরের খরা কাটিয়ে সেঞ্চুরি করেন বিরাট কোহলিও। চতুর্থ টেস্টে নজরকাড়া ব্যাটিং করেন অক্ষর প্যাটেল ও শ্রীকর ভরত। ৫৭১ রান তোলে ভারত। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তখনই বোঝা হয়ে গিয়েছিল, ম্যাচটি ড্র হতেই চলেছে।

৭৫ বছর পর শেষ বলে টেস্ট জয়

একবারও আসেনি ব্যাটে রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তেজনার টেস্টে শেষ বলে শ্রীলঙ্কাকে এক রানে হারিয়ে দিল নিউজিল্যান্ড। সেইসঙ্গে ৭৫ বছর পর শেষ বল টেস্ট জয়ের নজির তৈরি হল। যে জয়ের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের টিকিট পেয়ে গিয়েছে ভারত।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়ের জন্য পঞ্চম দিনে নিউজিল্যান্ডের ২৫৭ রান দরকার ছিল। হাতে ছিল নয় উইকেট। কিন্তু বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময় খেলা শুরু হয়নি। নির্ধারিত সময়ের পর যখন খেলা শুরু হয়, তখন কিউয়িদের জয়ের কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা নেয় নিউজিল্যান্ড। ৯০ রানে তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পর কিউয়িদের টানতে থাকেন উইলিয়ামসন এবং ডারিল মিচেল (৮১ রান)। দু’জনে কিউয়িদের জয়ের স্বপ্ন দেখাতে থাকেন। সেইসময় কিউয়িদের সম্ভবত সবথেকে বেশি সমর্থন করছিলেন ভারতীয়রা। কারণ শ্রীলঙ্কা না জিতলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট পেত টিম ইন্ডিয়া। তবে শ্রীলঙ্কাও হাল ছাড়েনি। দুরন্ত বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় উইকেট নিয়ে ম্যাচে জয়ের আশা জিইয়ে রাখে লঙ্কাবাহিনী। শেষ ওভার যখন শুরু হয়, তখনও চারটি ফলাফলই সম্ভব ছিল। কিউয়িদের হাতে ছিল তিন উইকেট। আট রান দরকার ছিল। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে শেষ বলে জিতে যায় নিউজিল্যান্ড। তাও সেটাও একেবারে রুদ্ধশ্বাস ছন্দে। ব্যাটে বল লাগাতে পারেননি উইলিয়ামসন (১২১ রানে অপরাজিত)। তবে রান নিতে দৌড়ান। বাই হিসেবে এক রান দেওয়া হয়।

টেস্টের ইতিহাসে শেষ বলে ম্যাচ জয়

ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা— ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ডারবানে শেষ বলে জিতেছিল ইংল্যান্ড। শেষ বলে ক্লিফ গ্ল্যাডউইন স্ট্রাইকে ছিলেন। লেগ-বাইয়ে রান হয়েছিল। দুই উইকেটে জিতে গিয়েছিলেন ইংরেজরা।

নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা— ২০২৩ সালের মার্চে ক্রাইস্টচার্চে শেষ বলে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। শেষ বলে স্ট্রাইকে ছিলেন কেন উইলিয়ামসন। ব্যাটে বল ঠেকাতে পারেননি। দৌড়ে এক রান নেন। বাই হিসেবে এক রান দেওয়া হয়।

পিএসজির ৩০০০ এমবাপের ক্লাব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর ব্রেস্তের বিপক্ষে ম্যাচেও হোঁচট খাওয়ার পথে ছিল পিএসজি। তবে লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের যুগলবন্দিতে শেষ মুহূর্তে সেই ধাক্কা এড়ায় প্যারিসের পরাশক্তিরা। মেসির সহায়তায় গোল করে দলকে জয় এনে দেন এমবাপে।

এ গোলে স্বস্তির জয় পাওয়ার পাশাপাশি পিএসজি একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। লিগ ওয়ানে এটি ছিল প্যারিসের ক্লাবটির ৩০০০তম গোল। পিএসজির গোলের মাইলফলকের রাতে এমবাপে স্পর্শ করেছেন আরেকটি ক্লাব রেকর্ড। লিগ ওয়ানে পিএসজির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে এদিন কাভানিকে ছুঁয়ে ফেলেছেন ফরাসি তারকা।

২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে নাম লেখান এমবাপে। পিএসজির হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড। গোল করা এবং করানোয় ক্রমে নিজের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন এমবাপে। এর আগে নঁতের বিপক্ষে গোল করে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বোচ্চ গোলে কাভানিকে পেছনে ফেলে এককভাবে শীর্ষে ওঠেন এমবাপে। আর এবার তিনি ফরাসি লিগ ওয়ানে গোলের রেকর্ডে

কাভানিকে ছুঁয়ে ফেলেছেন।

পিএসজির জার্সিতে ১৬৫ ম্যাচ খেলে এমবাপ্পের গোল এখন ১৩৮টি। এর আগে ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ৭ বছরে পিএসজির হয়ে খেলে লিগ ওয়ানে ১৩৮ গোল করেছিলেন কাভানি। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারকে অবশ্য এমবাপ্পের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। তিনি এই রেকর্ড গড়েছিলেন ২০০ ম্যাচ খেলে।

অন্যদিকে, এই ম্যাচ দিয়ে লিগ ওয়ানের ১২তম দল হিসেবে ৩ হাজার গোলের নতুন কীর্তি গড়ল পিএসজি। এই গোলগুলো করতে পিএসজির লেগেছে ১ হাজার ৮৫৮ ম্যাচ। ইতিহাসের তৃতীয় দ্রুততম দল হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছে তারা। পিএসজির চেয়ে কম খেলে লিগ ওয়ানে ৩ হাজার গোল করেছে শুধু মার্শেই ও সাঁত এতিয়েন। এই দুই দলের লেগেছে যথাক্রমে ১ হাজার ৮০১ ও ১ হাজার ৮১৬ ম্যাচ।

টাইব্রেকারে হায়দরাবাদকে হারিয়ে বদলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের সেমিতে হায়দরাবাদকে হারিয়ে বদলা নিল এটিকে মোহনবাগান। গত এক বছর ধরে বয়ে বেড়ানো ক্ষততে অবশেষে প্রলেপ পড়ল। গোয়ায় ফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু এফসি-র। হায়দরাবাদে মোহনবাগান খুব একটা সন্তোষজনক ফুটবল খেলতে পারেনি। কিন্তু যুবভারতীয় পুরো বদলে গিয়েছিল তাদের বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ। তারা যে জয়ের জন্য মরিয়া ছিল, প্রথম মিনিট থেকেই বোঝা গিয়েছে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছেন বাগান শিবির। তারা সুযোগ প্রচুর তৈরি করেছিল। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেনি। গোল করতে না পারার রোগটা

ফাইনালে মোহনবাগান

শুরু থেকেই আছে ফেরান্দোর টিমের। তবে ফাইনালে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে যদি একই রোগ থেকে যায়, তবে কপালে দুঃখ আছে সবুজ-মেরুনের।

আইএসএল ফাইনালে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু। দু’টি সেমিফাইনালই গড়ায় টাইব্রেকারে। বেঙ্গালুরু ম্যাচ তো সাডেন ডেথে গড়ায়। শনিবার গোয়াতে হবে দুই দলের ফাইনাল। প্রথম লেগ থেকে দ্বিতীয় লেগের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য। টাইব্রেকারে ম্যাচ গড়ালেন ত্রাতা হন বিশাল। তিনি একটি শট বাঁচানোয় চাপে পড়ে হায়দরাবাদ। বাজিমাত করে সবুজ-মেরুন শিবির। গতবার সেমিতে হারের বদলা নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসল সবুজ-মেরুন শিবির। টাইব্রেকারে মোহনবাগানের প্রীতম কোটাল জয়সূচক পেনাল্টি মারেন টাইব্রেকারে।

বিশ্বকাপের গ্লাভস নিলাম করে ক্যানসার হাসপাতালে দান মার্টিনেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্তিনা। আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক হয়ে দাঁড়ান এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কাতার বিশ্বকাপে বার পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে নির্ভরতা দিয়েছেন নীল সাদা জার্সিধারীদের। ৩৬ বছর পর আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি।

কিন্তু সেই বিশ্বকাপ জয়ের পরই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন মার্টিনেজ। সোনার গ্লাভস হাতে নিয়ে অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করেন মাঠের মধ্যেই। শুধু তাই নয়, আর্জেন্তিনায় গিয়েও বিতর্কে জড়ান তিনি। অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয় আর্জেন্তিনার ফুটবল ফেডারেশনকে। সেই মার্টিনেজর অন্য রূপ দেখল গোটা ফুটবল বিশ্ব।

মার্টিনেজ যে গ্লাভসটি পরে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিলেন, সেই গ্লাভসটিকে শুক্রবার নিলামে তোলা হয়। নিলাম থেকে গ্লাভসটির দাম ওঠে ৪৫ হাজার মার্কিন ডলার। এই নিলাম এর পুরো টাকা দান করা হয় শিশুদের ক্যানসার হাসপাতালে। এবারের কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে পেনাল্টি শ্যুট-আউটে দলকে

জেতান মার্টিনেজ। টাইব্রেকারের সময় ফ্রান্সের ফুটবলারদের পেনাল্টির শর্ট অসাধারণ সেভ করেন তিনি। ৩৬ বছর পর তিনি বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনাকে শিরোপা পেতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। যে গ্লাভস জোড়া পরে তিনি ফাইনাল খেলেছেন এবং পেনাল্টি বাঁচিয়েছেন তাতে মার্টিনেজের সইও রয়েছে।

কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্তিনা ফ্রান্সের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে। টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জয়লাভ করে তারা। আর্জেন্তিনার এই জয়ের পিছনে গোলরক্ষক মার্টিনেজেরও অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিশ্বকাপ ফাইনালের গ্লাভস নিলামে ওঠার পর আর্জেন্টিনার গোলকিপারের মার্টিনেজ বলেন, ‘বিশ্বকাপের গ্লাভস যখন আয়োজক কমিটি আমাকে দান করার কথা বলে, তখন আমি কোনও দ্বিধা রাখিনি। কারণ এটা বাচ্চাদের কল্যাণের জন্যই আয়োজন করা হবে।’

এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্টিনেজের গ্লাভসটি নিলামে বিক্রি হয়েছে ৪৫ হাজার মার্কিন ডলারে। নিলাম থেকে পাওয়া টাকা পৌঁছে যাবে আর্জেন্তিনার গারাহান বয়েজ হাসপাতালে। এখানেই সেই টাকাগুলি ব্যবহার করা হবে শিশুদের ক্যানসার রোগের জন্য।বিশ্বকাপের পর অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করে একপ্রকার ভিলেন হয়ে যান মার্টিনেজ। এবার তাঁর অন্য একটি রূপ দেখল গোটা ফুটবল বিশ্ব।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:17, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111